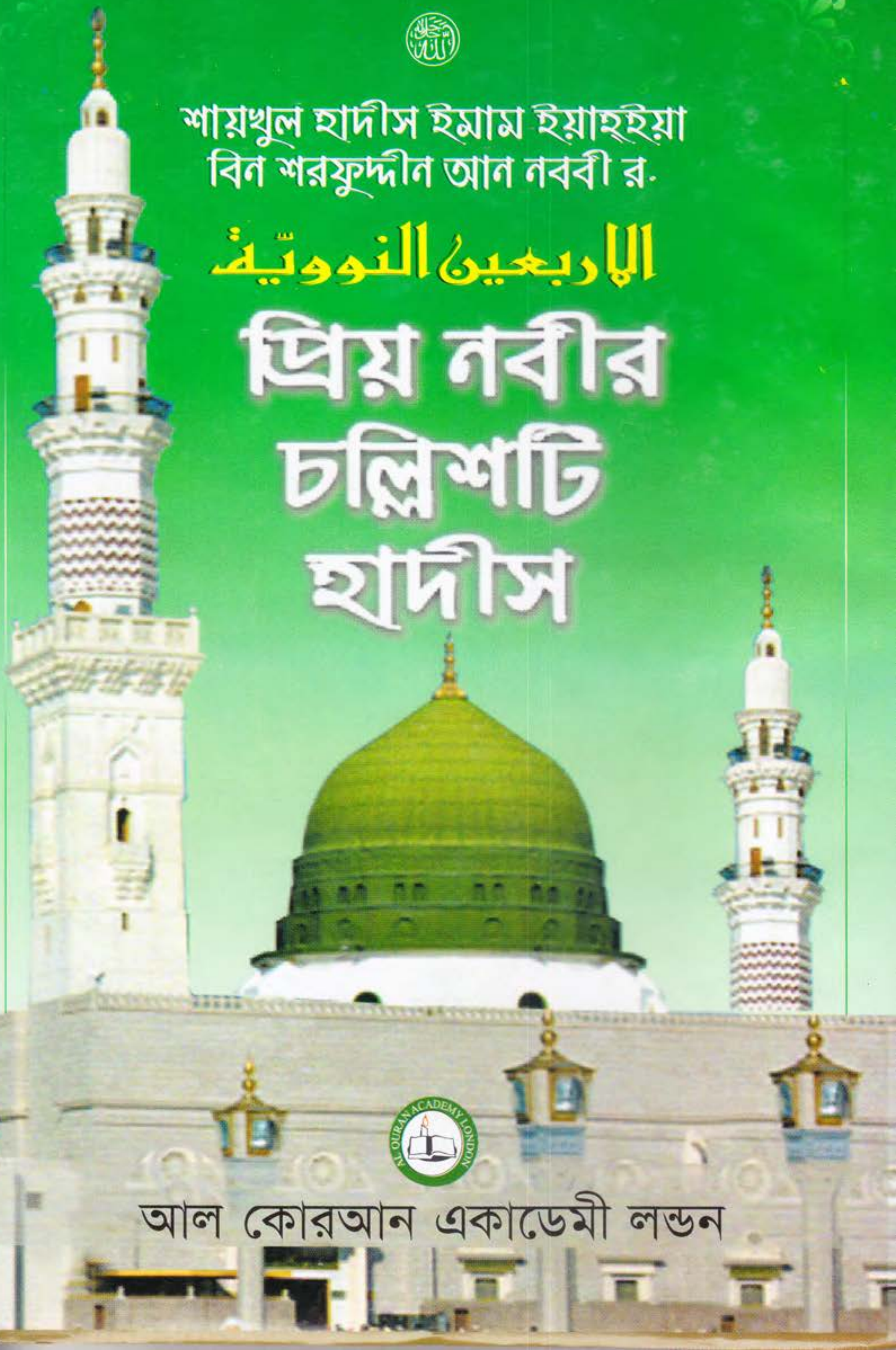
শায়খুল হাদীস ইমাম ইয়াহইয়া
বিন শরফুদ্দীন আন নববী র.

الأربعين النووية

প্রিয় নবীর চল্লিশটি হাদীস



আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

প্রিয় নবীর

চল্লিশটি হাদীস

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

প্রিয় নবীর চল্লিশটি হাদীস

প্রকাশক
খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
স্যুট ৫০১ ইন্টারন্যাশনাল হাউজ ২২৩ রিজেন্ট ষ্ট্রীট, লন্ডন ডব্লিউ ১বি ২কিউডি
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪, মোবাঃ ০৭৯৫৬ ৪৬৬ ৯৫৫

বাংলাদেশ সেন্টার
১৭ এ-বি, কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ পশ্চিম পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫ ৮৫২৬

বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ (৩৬২) ওয়ারলেস রেলগেইট মাসজিদ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
১১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, স্টল নং-৩৬
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫, মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩ ৯৯৭

প্রথম প্রকাশ : রজব ১৪২৮, জুলাই ২০০৭, শ্রাবণ ১৪১৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুন ২০১০, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬, জমাদিউস সানী ১৪৩১
কভার ডিজাইন ঃ আল কোরআন একাডেমী ডিজাইন সেন্টার
কম্পোজ ঃ আল কোরআন কম্পিউটার সেন্টার

বিনিময় মূল্য : পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Forty Hadith Of Beloved Prophet (S)

Published by
Khadija Akhter Rezayee
Director, Al Quran Academy London
Suite 501 International House 223 Regent Street, London W1B 2QD
Phone & Fax : 0044 020 7274 9164, Mob. : 07956 466 955

Bangladesh Centre
17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526

Sales Center: 507/1, (362) Wireless Rail Gate, Moghbazar, Dhaka-1217
11 Islami Tower, Banglabazar, Stall No-36
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997

Ist Edition
Rajab 1428, July 2007

2nd Impression
Jamadius Sani 1431, Jun 2010

Price Tk. 50.00

E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রিয় নবীর চল্লিশটি হাদীস

কোরআনুল কারীমের সূরা আল হাশর-এ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা তাঁর নবীর ভূমিকা সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন– হে মুসলমানরা, রসূল তোমাদের জন্যে যা কিছু নিয়ে এসেছে তা তোমরা গ্রহণ করো, যা থেকে সে তোমাদের বারণ করেছে তা থেকে তোমরা দূরে থাকো। (আয়াত ৭)

উম্মতের কাছে রসূলের ভূমিকা সম্পর্কে কোরআনে আরো অসংখ্য আয়াত এসেছে। শুধু শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কথাই বা বলি কেন! মানব জাতির এ সুদীর্ঘ ইতিহাসের যে কয়জন নবীর কথাই কোরআন আমাদের কাছে বলেছে তাদের প্রত্যেকের দাওয়াতের শুরুতেই তারা তাদের স্ব স্ব উম্মাতের কাছে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ না রেখেই এই মৌলিক কথাটা বলেছেন।

কোরআন মাজীদে যে তিনটি সূরায় *(সূরা আল আল আরাফ, সূরা হুদ, সূরা আশ শোয়ারা)* আল্লাহ তায়ালা নবীদের ধারাবাহিক কাহিনী বর্ণনা করেছেন, সেখানে প্রত্যেক নবীই তার জাতিকে বলছেন, 'তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার জন্যেই তোমাদের আমার আনুগত্য করতে হবে।

মানব ইতিহাসের সেই প্রথম দিন– যেদিন আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন বান্দাহকে নবী করে এই যমীনে পাঠালেন সে থেকে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর উম্মতরাই এ কথাটা জানতো যে, আল্লাহ তায়ালাকে মানার জন্যে, আল্লাহ তায়ালার হুকুম আহকাম আদেশ নিষেধ মানার জন্যে এমন এক একজন মানুষ তাদের একান্ত প্রয়োজন– যিনি তাঁর জীবন, তাঁর চরিত্র দিয়ে তা তাদের দেখিয়ে দেবেন। হযরত ইবরাহীম হযরত মুসা হযরত ঈসার সাথীরা যদি তাদের নবীদের এই বাস্তব নমুনা না দেখতো তাহলে তারা কেউই আল্লাহর আনুগত্য করতে পারতো না। নবীর সুন্নত না থাকলে পাঁচ হাজার বছর ধরে বনী ইসরাঈলীরা সিনাইর প্রান্তরে আজো ঘুরে বেড়াতো। হযরত ঈসার অনুসারীরাও দুই হাজার বছর ধরে জেরুজালেম ও রোমের দেয়ালে মাথা ঠুকে মরতো।

রসূলের এ নিশর্ত আনুগত্যের জন্যে প্রতিটি মুসলমানকেই রসূলের জীবন, জীবন চরিত জানতে হবে– জানতে হবে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের জন্যে তিনি যেসব মণি মুক্তো রেখে গেছেন– তাও। তার রেখে যাওয়া এই মণিমুক্তোগুলোকেই শরীয়তের পরিভাষায় আমরা বলি হাদীস। হাদীসের এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় আমাদের

মহান হাদীস শাস্ত্রবিদরা যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস সাধনা করেছেন তার তুলনা গোটা মানব ইতিহাসের দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না। তাদেরই দিবানিশি পরিশ্রমের ফলে গড়ে উঠেছে ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় মযবুত ভিত্তি সুন্নাতে রসূলের এক পর্বতসম সংগ্রহ- 'সেহাহ সিত্তা' ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। এই সেহাহ সিত্তাহর বিশাল ভান্ডার থেকে আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে হাদীসে রসূলের আলাদা আলাদা সংগ্রহ গড়ে তুলেছে। 'মেশকাতুল মাছাবীহ' থেকে এই বিভিন্ন ধরনের যে সংগ্রহশালা শুরু হয়েছে তার দোলা লেগেছে সর্বত্র। নিজেদের রুচী ও প্রয়োজনে নবী প্রেমিকরা হাদীসে রসূলের বিচ্ছিন্ন ফুল দ্বারা নানা গুলদেস্তা সাজিয়েছে। প্রতিটি গুলদেস্তার প্রতিটি ফুলই এখানে সকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। হাদীসের বাগানের এমন একটি গুলদেস্তার নাম 'প্রিয় নবীর ৪০টি হাদীস'।

হাদীসের ইমাম ইয়াহয়িয়া বিন শরফুদ্দীন আন নববী সংকলিত চল্লিশ হাদীসকে গোটা হাদীস শাস্ত্রের নির্যাস বলা যেতে পারে, ইমাম নববী নিজেই এই গ্রন্থের একটি সুন্দর ভূমিকা লিখেছেন। আমরা এই বইতে তার সে ভূমিকার বাংলা অনুবাদ সংযুক্ত করে দিয়েছি।

ইমাম নববী ১২৩৩ খৃষ্টাব্দে সিরিয়ার অন্তর্গত 'নাওয়া'য় জন্মগ্রহণ করেন। ফেকাহ ও হাদীসের ইমাম হিসেবে মুসলিম দুনিয়ায় তার খ্যাতি ছিলো অনেক। ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে এই মহান ইমাম নিজের জন্মস্থানেই ইনতেকাল করেন।

তিনি তার জীবনের মূল্যবান দিবারাত্রিসমূহে এই পুস্তক রচনার কাজে। এই পুস্তক রচনার আগে তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছে এর জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালার প্রত্যক্ষ সাহায্য নিয়ে সেদিন যে মহান গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে তারই বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ হচ্ছে আমাদের পরিবেশিত 'প্রিয় নবীর ৪০টি হাদীস'। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে এ মৌলিক হাদীসগুলো মুখস্ত করা, এর গুরুত্ব অনুধাবন করা, সর্বোপরি নিজেদের জীবনে একে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিষ্ঠা করার তাওফীক দান করুন।

হাদীসে রসূলের খাদেম-
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মূল গ্রন্থের ভূমিকা

ইমাম আন নববী (র.)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালার জন্যে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের একচ্ছত্র অধিপতি। মানুষের যাবতীয় পরিকল্পনা একা তিনিই প্রণয়ন করেন, দুনিয়াবাসীর কল্যাণের লক্ষ্যে তাদের সঠিক পথ দেখানোর জন্যেই তিনি নবী পাঠান। প্রিয় নবীর শানে লক্ষ কোটী দরূদ ও সালাম নিবেদন করছি। তাঁর সংগী সাথীদের ওপরও সালাম বর্ষিত হোক।

আমাদের কাছে হযরত আলী বিন আবি তালেব, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসুদ, হযরত মোয়ায বিন জাবাল, হযরত আবু দারদা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আনাস বিন মালেক, হযরত আবু হোরায়রা ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম প্রমুখ বিখ্যাত হাদীস বিষারদদের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রিয়নবী (স.) বলেছেন, আমার উম্মতের যে ব্যক্তি তার দ্বীনের সাথে জড়িত ৪০টি হাদীস মুখস্ত করবে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাকে ফকীহ ও আলেমদের দলে শামিল করবেন। আরেক বর্ণনায় বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাকে ফকীহ ও আলেম হিসেবে পুনরুত্থিত করবেন। হযরত আবু দারদার বর্ণনায় বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন (রসূলুল্লাহ বলেছেন) আমি তার শাফায়াতকারী ও সাক্ষী হবো। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসুদের বর্ণনায় বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন তাকে বলা হবে, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে তুমি চাও– ভেতরে প্রবেশ করো। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমরের বর্ণনায় বলা হয়েছে তাকে শামিল করা হবে ফকীহদের দলে, তার হাশর হবে শহীদদের সাথে। কিন্তু এতোমুখী বর্ণনা সত্ত্বেও হাদীস বিশারদরা একমত যে, এটি একটি দুর্বল হাদীস।

প্রিয় নবীর বক্তব্য অনুযায়ী প্রথমে যারা এই ৪০ হাদীস সংকলনের কাজ শুরু করেছেন আমার জানামতে তারা হলেন আবদুল্লাহ বিন মোবারক, অতপর হাদীসের আরেকজন বড়ো আলেম ইবনে আসলাম আত তুসী, এরপর হাসান বিন সুফিয়ান আন নেসায়ী, আবু বকর আল আজুররী, আবু বকর মোহাম্মদ বিন ইবরাহীম ইসফাহানী, দারা কুতনী, হাকেম, আবু নায়ীম, আবু আবদুর রহমান আস সোলামী, আবু সায়ীদ আল মালিমী, আবু ওসসমান আস সাবুলী, আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ আল আনসারী, আবু বকর আল বায়হাকী এবং আগে ও পরের আরো অনেক ব্যক্তি।

(ইমাম নববী বলেছেন–) আমি নিজে প্রিয় নবীর কথা মোতাবেক এই ৪০টি হাদীস বাছাই করার আগে ইস্তেখারা করেছি। একাধিকবার আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে পথনির্দেশনা কামনা করেছি। আমাদের পূর্ববর্তি বড়ো বড়ো আলেম ও হাদীস বিশারদদের মূল্যবান সংগ্রহ থেকে নানাভাবে উপকৃত হবার চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে রসূলুল্লাহ যে হাদীসটির উদ্ধৃতি এই লেখার প্রথম দিকে আমি দিয়েছি– তার থেকেও অনুপ্রেরণা লাভের চেষ্টা করেছি। ওলামায়ে কেরামরা সবাই একমত যে,

ফযিলতের হাদীস– অর্থাৎ এমন হাদীস যার সাথে হালাল হারাম কিংবা বিধি নিষেধের কোনো সম্পর্ক নেই– তা যদি বর্ণনার দিক থেকে যয়ীফ কিংবা দুর্বলও হয় তবু তার ওপর আমল করাতে কোনো দোষ নেই। অবশ্য আমি শুধু এই হাদীসটির ওপরই নির্ভর করিনি। এর সাথে আমার সামনে আরেকটি সহীহ হাদীসও আছে, যার ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায়। সে হাদীসটি হচ্ছে, প্রিয় নবী বলেছেন– 'তোমাদের যারা আজ এখানে উপস্থিত আছে, তারা যেন তাদের সাক্ষী হয় যারা এখন এখানে উপস্থিত নেই', অর্থাৎ আমার কথাগুলো যারা এখন শুনছে তারা– অন্যদের কাছে সেগুলো পৌঁছে দেবে। আরেকটি সহীহ হাদীসে প্রিয় নবী বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা তার চেহারা উজ্জ্বল করুন, যে ব্যক্তি আমি যে কথা বলি– তা শুনে এবং ঠিক যেভাবে শুনেছে সেভাবেই অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়।' এ দুটো হাদীস ছাড়াও আমার সামনে আরো মজুদ ছিলো হাদীস বিশারদ ওলামায়ে কেরামদের ৪০ হাদীস সংক্রান্ত অন্যান্য সংগ্রহ– যা থেকে আমি প্রভূত পরিমাণ উপকৃত হয়েছি। এসব সংগ্রহে দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো ছিলো– ছিলো আরো প্রাসংগিক কিছু বিষয়, কিছু ছিলো জেহাদ, কিছু ছিলো পরহেযগারী, কিছু ছিলো আদাব শিষ্ঠাচার, আবার কিছু ছিলো বক্তৃতামালা। এর সব কয়টিই ছিলো ভালো উদ্দেশে সংকলিত। আল্লাহ তায়ালা যারা এগুলো সংকলন করেছেন তাদের কাছ থেকে তা কবুল করুন।

আমি প্রিয় নবীর অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ৪০টি হাদীস একত্রিত করার ব্যাপারে এই বিষয়টির দিকেই বেশী সতর্ক দৃষ্টি দিয়েছি যে, তা যেন জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলোকে সন্নিবেশ করতে পারে। এক একটি হাদীস যেন হতে পারে দ্বীনের এক একটি ব্যাপারে আমাদের দিক নির্দেশক। বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামদের কেউ বলেছেন, এটা হচ্ছে দ্বীনের ভিত্তি। কেউ বলেছেন এটা দ্বীনের অর্ধাংশ। কেউ আবার বলেছেন এটা দ্বীনের এক তৃতীয়াংশ অথবা এমনি ধরনেরই কোনো কিছু। সংকলনের সময় আমি এটাও লক্ষ্য রেখেছি, যেন তা শতভাগ সহীহ হয় এবং হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাব বোখারী মুসলিমে তা যেন সন্নিবেশিত থাকে।

মুখস্ত করার সুবিধের জন্যে সংকলনের সময় আমি হাদীসের প্রত্যেকটি সনদকে স্ববিস্তার বর্ণনা করিনি। বুঝার প্রয়োজনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত কথাও যোগ করে দিয়েছি।

এমন প্রত্যেকটি মানুষ যারা পরকালীন জীবনের ব্যাপারে অধিক উৎসাহী, তারা যেন এসব হাদীস জানা ও মুখস্ত করা, বুঝা ও আমল করার চেষ্টা করেন। কেননা এতে জীবনের ও মরণের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের সমাহার রয়েছে। যারা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা গবেষণা করবেন তাদের জন্যে এগুলো একান্ত জরুরী।

আমি আল্লাহ তায়ালার দয়ার ওপর ভরসা করি, তার ওপরই আমি নিজেকে সোপর্দ করি, তার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা ও করুনা নিবেদিত এবং সমস্ত সফলতার আমার একমাত্র উৎসও তিনি।

আমীন–

ইয়াহয়িয়া বিন শরফুদ্দীন আন নববী, দামেশক

❑ হাদীস ১ ❑

عَنْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَبِىْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّانَوٰى ○ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ○ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْامْرَاَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ ○ رَوَاهُ اِمَامَ الْمُحَدِّثِيْنَ اَبُوعَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ بَرْدِزْبَهْ الْبُخَارِىُّ وَاَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُشَيْرِىُّ النِّيْسَابُوْرِىُّ فِىْ صَحِيْحَيْهِمَا اللَّذَيْنِ هُمَا اَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

'আমীরুল মোমেনীন[১] হযরত আবু হাফস ওমর বিন খাত্তাব[২] (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি– নিয়ত হচ্ছে মানুষের সকল কাজের মূল, আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করেছে সে তাই পাবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.)-এর জন্যে হিজরত[৩] করেছে তার হিজরত আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের জন্যেই হয়েছে, আর যার হিজরত ছিলো দুনিয়া *(তথা পার্থিব বস্তু)* অর্জনের জন্যে কিংবা কোনো মেয়েকে বিয়ের জন্যে তার হিজরত সে জন্যেই বিবেচিত হবে– যে জন্যে সে হিজরত করেছে।' মোহাদ্দেসদের দু'জন প্রধান ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন ইবরাহীম বিন মোগীরাহ্ বিন বারদেযবাহ আল বোখারী এবং আবুল হাসান মুসলিম বিন হাজ্জাজ বিন মোসলেম আল-কোশায়রী আন নিশাপুরী আপন আপন সহীহ গ্রন্থে[৪] এ বর্ণনাটি পেশ করেছেন, যা সব সংকলিত হাদীসের কিতাব থেকে সহীহ শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়েছে।

টীকা ঃ

১. খলিফাদের খেতাব।

২. ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা

৩. দ্বীনের জন্যে দেশত্যাগ করা– এখানে বিশেষ করে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের কথা বুঝানো হয়েছে।

৪. হাদীসের সংকলন।

In English :

On the authority of the Commander of the Faithful[1], Abu Hafs Umar ibn Al-Khattab[2] (May Allah be pleased with him), who said: I heard the Messenger of Allah (the blessings and peace of Allah be upon hem) say:

Actions are but by intention and every man shall have but that which he intended. Thus he whose migration[3] was for Allah and His Messenger, his migration was for Allah and his Messenger, and he whose migration was to achieve some worldly benefit or to take some woman in marriage, his migration was for that for which he migrated.

It was related by the two Imams of the scholars of Hadith, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Bukhari and Abu-l-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisapuri, in their two Sahihs[4], which are the soundest of the compiled books.

Note :

1. Title given to the Caliphs.
2. The second Caliph in Islam.
3. This is a reference to religious migration, in particular to that from Mecca to Medina.
4. i.e. collections of Hadith.

❑ হাদীস ২ ❑

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَيْضًا قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ، حَتّٰى جَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَامُحَمَّدُ، اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنْ اَسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْاَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِيْمَانِ، قَالَ: اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ:صَدَقْتَ، قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِحْسَانِ، قَالَ: اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ، فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةَ، قَالَ: مَا الْمَسْؤُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ: فَاَخْبِرْنِيْ عَنْ اَمَارَاتِهَا، قَالَ: اَنْ تَلِدَ الْاَمَةَ رَبَّتَهَا، وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَاعُمَرُ، اَتَدْرِيْ مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ، قَالَ: فَاِنَّهُ جِبْرِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ○رَوَاهُ مُسْلِمٌ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

এই হাদীসটিও দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর[১] (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে বসেছিল্লাম, এমন সময় হঠাৎ করেই একজন লোক আমাদের সামনে উপস্থিত হন, যার কাপড় ছিলো খুবই সাদা এবং চুল ছিলো

খুবই কালো। তার ওপর সফরের কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছিলো না। আমাদের মধ্যে কেউ তাকে আদৌ চিনতো না। তিনি নবী (স.)-এর কাছে গিয়ে বসেন এবং নিজের হাটু তাঁর হাটুর সঙ্গে মিলিয়ে দেন এবং নিজের হাত তাঁর উরুতে স্থাপন করে বলেন, 'হে মোহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।' রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, 'ইসলাম হচ্ছে এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর রসূল, নামায কায়েম করবে, যাকাত[২] দান করবে, রমযানে রোযা রাখবে এবং যদি সামর্থ থাকে তবে (আল্লাহর) ঘরের[৩] হজ্জ করবে।

তিনি বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। তার প্রতি আমাদের কিছুটা বিস্ময় হলো এ জন্যে যে, তিনি নিজে তাঁর কাছে জানতে চাচ্ছেন, আবার নিজেই তাঁর উত্তরকে সঠিক বলে ঘোষণা করছেন। তিনি বললেন, আচ্ছা আমাকে ঈমান[৪] সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, ঈমান হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফেরেশতারা, তাঁর গ্রন্থসমূহ, তাঁর রসূলরা ও পরকালের ওসপর বিশ্বাস করা এবং তকদীরের ভালো মন্দকে বিশ্বাস করা। তিনি বললেন, আপনি সঠিক বলেছেন। তিনি বললেন, আমাকে এবার এহসান সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, তা হচ্ছে এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর এবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো, আর তুমি যদি তাঁকে দেখতে না পাও তবে এ কথা জানবে যে, তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। তিনি বললেন, কেয়ামতের বিষয়ে আমাকে অবহিত করুন, তিনি বললেন, যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তিনি জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে এ ব্যাপারে বেশী কিছু জানেন না। তিনি বললেন, আচ্ছা কেয়ামতের লক্ষণ সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন, তা হচ্ছে এই, দাসী *(কোনো কোনো ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মহিলা)* নিজের মালিককে জন্ম দেবে, জুতা বিহীন ও বিবস্ত্র দরিদ্র রাখালরা উঁচু উঁচু বাড়ী-ঘর বানাতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগীতা করবে।

তারপর লোকটি চলে গেলেন। আমি আরো কিছু সময় সেখানে বসে থাকলাম। এবার রসূল (স.) আমাকে বললেন, হে ওমর! তুমি কি জানো প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি কে ছিলেন? আমি বললাম, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.) ভালো জানেন। তিনি বললেন, তিনি ছিলেন জিবরাঈল। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে তোমাদের কাছে এসেছিলেন। (মোসলেম)

টীকাঃ

১. অর্থাৎ খলিফা হযরত ওমর (রা.)।

২. সম্পদের যাকাত– যা কোরআনের নির্ধারিত লোকদের প্রাপ্য। ধনীদের কাছ থেকে নির্ধারিত হারে আদায় করে গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

৩. মক্কা নগরীতে অবস্থিত কাবা শরীফ।

৪. ঈমান বলতে ধর্মীয় বিশ্বাসকে বোঝায়; কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় ঈমান– আল্লাহ তায়ালা, রসূল, আসমানী কিতাব, ফেরেশতা, তকদীরের ভালোমন্দ, আখেরাত ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের প্রতি মনে প্রাণে বিশ্বাস করাকে ঈমান বলে।

৫. এহ্ছান-এর অর্থ হচ্ছে কোনো নেক কাজকে উত্তম রূপে সম্পাদন করা। অভিধানিক অর্থে সঠিক কর্মসম্পাদন, উত্তম দান, দায়িত্ব এবং পছন্দ ইত্যাদি। ৭ নং হাদীসে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

৬. শেষ বিচারের দিন।

৭. এই শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। এমনকি ইমাম আন নবাবীর মতে, একজন ক্রিতদাসী যখন কোনো পুত্র বা কন্যা জন্ম দেয় তবে সে নবজাতক হবেঁ মুক্ত মানুষ। 'আমা' শব্দের অর্থ কৃতদাসী। বস্তুত আমরা সকলেই মহান আল্লাহ তাআলার দাসদাসী। শব্দটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। যদি দাসী তার বাচ্চাটিকে (মনিবের) জন্য জন্ম দেয় তাহলে একদিন তারা মায়েদের প্রতি সম্মান হারিয়ে ফেলবে এবং চাকরের মতো উপহাস করবে। এখানে বর্ণনাকারী রাব্বা বলতে মনিব ও মহিলা মনিব দুই অর্থে ব্যবহার করেছেন।

In English :

Also on the authority of Umar[1] (may Allah be pleased with him), who said:

One day while we were sitting with the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) there appeared before us a man whose clothes were exceedingly white and whose hair was exceedingly black; no signs of journeying were to be seen on him and none of us knew him. He walked up and sat down by the Prophet (may the blessings and peace of Allah be upon him). Resting his knees against his and placing the palms of his hands on his thighs, he said: O Muhammad, tell me about Islam. The Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said: Islam is to testify that there is no God but Allah and Muhammad is the Messenger of Allah, to perform the prayers, to pay the zakat[2], to fast in Ramadan, and to make the pilgrimage to the House[3] if you are able to do so. He said: You have spoken rightly, and we were amazed at him asking him and saying that he had spoken rightly. He said: Then tell me about Iman[4]. He said: It is to believe in Allah, His angels, His books, His messengers, and the Last Day, and to believe in divine destiny, both the good and the evil thereof. He said: You have spoken rightly. He said: Then tell me about ihsan. He said: It is to worship Allah as though you are seeing Him, and while you see Him not yet truly He sees you. He said: Then tell me about the Hour. He said: The one better than the questioner. He said: Then tell me about its signs. He said: That the slave-girl will give birth to her mistress and that you will see the barefooted, naked, destitute

herdsmen competing in constructing lofty buildings. Then he took himself off and I stayed for a time. Then he said: O Umar, do you know who the questioner was. I said: Allah and His Messenger Know best. He said: It was Gabriel, who came to you to teach you your religion.

It was related by Muslim.

Note :

1. i.e. Umar Ibn al-Khattab, the second Caliph.
2. Often rendered as alms-tax or poor-due, it is a tax levied on a man's wealth and distributed among the poor.
3. The Kaba and Holy Mosque in Makkah.
4. Iman is generally rendered as religious belief or faith. However, being a fundamental term in Islam, the Arabic word has been retained.
5. In this context the word ihsan has a special religious significance and any single rendering of it would be inadequate. Dictionary meanings for ihsan include right action, goodness, charity, sincerity, and the like. The root also means to master or be proficient at and it is to be found in this meaning in Hadith 7 of the present collection.
6. i.e. of the Day of Judgment.
7. this phrase is capable of more than one interpretation. Among those given by an-Nawawi in his commentary is that slave-girls will give birth to sons and daughters who will become free and so be the masters of those who bore them. The word ama, normally translated slave-girl, is also capable of meaning any woman in that we are all slaves or servants of God. The words are thus capable of bearing the meaning: When a woman will give birth to her master i.e. a time will come when children will have so little respect for their mothers that they will treat them like servants.

The commentators point out that here the word rabba (mistress) includes the masculine rabb (master).

❑ হাদীস ৩ ❑

عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ: شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ، وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ○ رَوَاهُ الْبُخَارِى وَمُسْلِمٌ ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছিঃ পাঁচটি খুঁটির[১] ওপর ইসলামের ভিত্তি রাখা হয়েছে। এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর রসূল। নামায কায়েম করা, যাকাত[২] আদায় করা, আল্লাহর ঘরে[৩] হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা রাখা। (বোখারী ও মোসলেম)

টীকাঃ

১. 'খুঁটি' শব্দটি মূল আরবীতে নেই, কথাটা বুঝানোর জন্যেই শব্দার্থ দেয়া হয়েছে।

২. হাদীস ২-এর ২নং টীকা দেখুন।

৩. হাদীস ২ এর ৩ নং টীকা দেখুন।

In English :

On the authority of Abu Abd ar-Rahman Abdullah, the son of Umar Ibn al-Khattab (may Allah be pleased with them both), who said: I heard the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) say:

Islam has been built on five [pillars][1]: testifying that there is no God but Allah and that Muhammad is the Messenger of Allah, performing the prayers, paying the zakat[2], making the pilgrimage to the House[3], and fasting in Ramadan.

It was related by al-Bukhari and Muslim.

Note :

1. The word 'pillars' does not appear in the Arabic but has been supplied for clarity of meaning. Pillars (arkan) is the generally accepted term in this context.
2. See Note 2 to Hadith 2.
3. See Note 3 to Hadith 2.

❑ হাদীস ৪ ❑

عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقِ : اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِى بَطْنِ اُمِّهِ اَرْ بَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلَكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ اِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَاَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ، فَوَ اللّٰهِ الَّذِى لَا اِلٰهَ غَيْرُهُ، اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتّٰى مَايَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّاذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ، حَتّٰى مَايَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ○

رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) যিনি সত্যবাদী এবং যার কথাকে সর্বদাই সত্য বলে মেনে নেয়া হয়– আমাদের বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির আসল বস্তুটি নিজের মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্র রূপে জমা হতে থাকে। তারপর তা জমাট বাধা রক্ত রূপে মজুদ থাকে। অতপর থাকে মাংসপিন্ড রূপে। তারপর তার কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয় যিনি তার মধ্যে রূহ প্রবেশ করান এবং এ সময় তাকে চারটি কথার নির্দেশ দেয়া হয়। তার জিবিকা[১], তার বয়স, তার কাজ ও সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের লিখন। অতএব আল্লাহর শপথ! যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তোমাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি জান্নাতবাসীর মতো আমল করতে থাকে, এমনকি তার মধ্যে ও জান্নাতের মধ্যে এক হাত মাত্র ব্যবধান থেকে যায়, তখন তার ওপর তার ভাগ্যলিপি কার্যকর হয় এবং সে দোযখীদের মতো আমল করতে শুরু করে। অতপর সে তাতে প্রবেশ করে। আবার তোমাদের মধ্যে একজন দোযখীর মতো কাজ করতে শুরু করে, এমনকি তার ও দোযখের মধ্যে এক হাত মাত্র ব্যবধান থেকে যায়, তখন তার ওপর

তার ভাগ্যলিপি কার্যকর হয় এবং সে একজন বেহেশতবাসীর মতো আমল করতে শুরু করে এবং পরিশেষে সে তাতেই প্রবেশ করে। (বোখারী, মোসলিম)

টীকাঃ

১. আরবী শব্দে রিযিক বলতে দৈনন্দিন রুটি রুযি বা জীবিকার কথা বলা হয়েছে।

In English :

On the authority of Abu Abd ar-Rahman Abdullah ibn Masud (may Allah be pleased with him), who said: The Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) and he is the truthful, the believed, narrated to us:

Verily the creation of each one of you is brought together in his mother's belly for forty days in the form of seed, then he is a clot of blood for a like period, then a morsel of flesh for a like period, then there is sent to him the angel who blows the breath of life into him and who is commanded about four matters[1]: to write down his means of livelihood[2], his life span, his actions, and whether happy or unhappy. By Allah, other than Whom there is no god, verily one of you behaves like the people of Paradise until there is but an arm's length between him and it, and that which has been written over-takes him and so he behaves like the people of Hell-fire until there is but an arm's length between him and it, and that which has been written over-takes him and so he behaves like the people of Paradise and thus he enters it.

It was related by al-Bukhari and Muslim.

Note :

1. Lit. 'words'
2. The Arabic word rizq also possesses such shades of meaning as 'daily bread', 'fortune', lot in life, sustenance provided by Allah, etc.

❑ হাদীস ৫ ❑

عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اُمِّ عَبْدِ اللّٰهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ اَحْدَثَ فِي اَمْرِنَا هٰذَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ○ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ○ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

উম্মুল মোমেনীন[১] উম্মে আব্দুল্লাহ্ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যে ব্যক্তি আমাদের এ বিধানের মধ্যে এমন কোনো নতুন বিষয় সংযুক্ত করবে যা তার অংশ নয়– তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

এই হাদীসটি বোখারী ও মোসলেম বর্ণনা করেছেন। মোসলেমের এক বর্ণনার ভাষা হলো, এমন আমল করবে যা আমাদের বিধানে পরিচিত নয়– তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না অর্থাৎ তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।

টীকা ঃ

১. নবীর স্ত্রীদের নামের সাথে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

In English :

On the authority of the Mother of the Faithful[1], Umm Abdullah Aisha (may Allah be pleased with her), who said: The Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said:

He who innovates something in this matter of ours that is not of it will have it rejected.

It was related by al-Bukhari and Muslim. In one version by Muslim it reads:

He who does an act which our matter is not [in agreement] with will have it rejected.

Note :

1. A title accorded to any of the Prophet's wives.

❑ হাদীস ৬ ❑

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ○ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু আব্দুল্লাহ নোমান বিন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি– নিসন্দেহে হালাল অত্যন্ত পরিস্কার ও স্পষ্ট এবং হারামও অত্যন্ত পরিস্কার ও স্পষ্ট, আর এ দু'য়ের মাঝে কিছু সন্দেহ যুক্ত বিষয় আছে যা অনেকেই জানে না। অতএব যে লোক সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে সে তার দ্বীনকে পবিত্র করেছে এবং নিজের সম্মানকে রক্ষা করেছে। কিন্তু যে লোক নিজেকে সন্দেহযুক্ত বিষয়ে ফেলেছে সে হচ্ছে সে রাখালের ন্যায়, যে নিষিদ্ধ চারণভূমির চারপাশে গবাদী পশু চরায় এবং সর্বদা সে এ সংশয়ে থাকে যে কোনো সময় কোনো পশু চারণভূমির মধ্যে ঢুকে চরতে শুরু করবে। সাবধান! প্রত্যেক রাজা-বাদশাহরই এক নির্দিষ্ট সীমা থাকে। আর আল্লাহর সীমা হচ্ছে তার হারাম করা বিষয়সমূহ। জেনে রাখো শরীরের মধ্যে এক গোশতের টুকরা আছে, এই টুকরাটি যখন ঠিক থাকে তখন পুরো শরীরটাই ঠিক থাকে, আর এই টুকরাটি যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন পুরো শরীরটাই নষ্ট হয়ে যায়। হাঁ, এটি হচ্ছে মানুষের কলব। (বোখারী ও মোসলেম)

In English :

On the authority of Abdullah an-Numan the son of Bashir (may Allah be pleased with them both), who said: I heard the

Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) say:

That which is lawful is plain and that which is unlawful is plain and between the two of them are doubtful matters about which not many people know. Thus he who avoids doubtful matters clears himself in regard to his religion and his honour, but he who falls into doubtful matters falls into that which is unlawful, like the shepherd who pastures around a sanctuary, all but grazing therein. Truly every king has a sanctuary, and truly Allah's sanctuary is His prohibitions. Truly in the body there is a morsel of flesh which, if it be whole, all the body is whole and which, if it be diseased, all of it is diseased. Truly it is the heart.

It was related by al-Bukhari and Muslim.

❑ হাদীস ৭ ❑

عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ۝ قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلّٰهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ ۝ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۝

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু রুকাইয়া তামীম বিন আওস আদ-দারী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন– দ্বীন হচ্ছে নিষ্ঠার[১] নাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, এ নিষ্ঠা কার প্রতি? তিনি বলেন– আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর কিতাবের প্রতি, তার রসূলের প্রতি, মুসলমানদের নেতাদের প্রতি– সর্বোপরি সকল মুসলমানদের প্রতি। (মোসলেম)

টীকা ঃ

১. আরবী শব্দ 'নশিহাহ'র বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। সবচে সঠিক প্রতিশব্দ হলো 'ভালো উপদেশ'। এখানে এসেছে 'নিষ্ঠা' অর্থে। এর অন্যান্য অর্থ হচ্ছে, যে কোনো ব্যক্তির সাথে যে কোনো অবস্থায় ন্যায় বিচার 'আনুগত্য' 'নিষ্ঠা' এবং 'পছন্দ'।

In English :

On the authority of Abu Ruqayya Tamim Ibn Aus ad-Dari (may Allah be pleased with him) that the Prophet (may the blessings and peace of Allah be upon him) said:

Religion is sincerity[1]. We said: To whom? He said: To Allah and His Book, and His Messenger, and to the leaders of the Muslims and their common folk.

It was related by Muslim.

Note :

1. The Arabic word nasiha has a variety of meanings, the most common being 'good advice', which is obviously unsuitable in the context. It also gives the meaning of 'doing justice to a person or situation', 'probity', integrity', and the like.

❑ হাদীস ৮ ❑

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ، اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ○ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত ইবনে ওমর[১] (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– আমাকে ততোক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে লড়াই[২] করতে হুকুম দেয়া হয়েছে– যতোক্ষণ পর্যন্ত না তারা এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর রসূল এবং তারা নামায কায়েম করবে ও যাকাত[৩] দেবে। আর তারা যদি এরূপ করে তবে তারা আমার হাত থেকে নিজেদের জীবন[৪] ও সম্পদ রক্ষার গ্যারান্টি লাভ করবে। অবশ্য ইসলামের হক্ক যদি অন্যকিছু দাবী করে তবে তা আলাদা বিষয়, আর তাদের সবার চূড়ান্ত হিসাব কিতাব তো নির্ভর করে সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার ওপর। (বোখারী ও মোসলেম)

টীকা ঃ

১. হাদীস ২-এর ১নং টীকা দেখুন।

২. ইসলাম বলে, কোনো আদর্শ গ্রহণ করলে তা বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করা উচিত। কোরআনে আছে, 'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই; 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র বলেন, মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকো কৌশল এবং উত্তম বক্তব্য এবং উত্তম পন্থা অবলম্বন করে'। যারা মুসলিম রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে এবং যারা শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের কথা বলতে মানুষকে বাধা দেয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

৩. হাদীস নং ২-এর ২নং টীকা দেখুন।

৪. এখানে তাদের রক্ত বা জীবন অর্থে।

In English :

On the authority of the son of Umar[1] (may Allah be pleased with them both) that the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said:

I have been ordered to fight[2] against people until they testify that there is no god but Allah and that Muhammad is the Messenger of Allah and until they perform the prayers and pay the zakat[3], and if they do so they will have gained protection form me for their lives[4] and property, unless [they do acts that are punishable] in accordance with Islam, and their reckoning will be with Allah the Almighty.

It was related by Al-Bukhari and Muslim.

Note :

1. See Note 1 to Hadith 2.
2. Islam advocates that conversion be by conviction. The Holy Quran says: 'No compulsion in religion', and in another passage the Almighty says: 'Call unto the way of they Lord with wisdom and fair exhortation, and reason with them in the better way'. The waging of war is enjoined against certain categories of persons such as those who attack a Muslim country, those who prevent the preaching and spread of Islam by peaceful means, and apostates.
3. See Note 2 to Hadith 2.
4. Lit. 'their blood'.

❑ হাদীস ৯ ❑

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَمَا اَمَرْتُكُمْ بِهٖ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَاِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى اَنْبِيَائِهِمْ ۝ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ ۝

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু হোরায়রা আব্দুর রহমান বিন ছাখর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহর রসূল (স.)-কে বলতে শুনেছি– আমি তোমাদের যা নিষেধ করেছি তা থেকে বেচে থাকো, আর আমি তোমাদের যা করতে আদেশ করেছি তোমাদের সাধ্যমতো তোমরা তা পালন করো। কারণ তোমাদের আগেকার লোকদের যে জিনিসটা ধ্বংস করে দিয়েছে তা ছিলো নবীদের কাছে তাদের **বেশি বেশি প্রশ্ন** করা ও নবীদের ব্যাপারে তাদের অধিক পরিমাণ মতবিরোধ করা। (বোখারী ও মোসলেম)

In English :

On the authority of Abu Huraira Abd ar-Rahman ibn Sakhr (may Allah be pleased with him), who said: I heard the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) say:

What I have forbidden to you, avoid; what I have ordered you [to do], do as much of it as you can. It was only their excessive questioning and their disagreeing with their Prophets that destroyed those who were before you.

It was related by Al-Bukhari and Muslim.

❑ হাদীস ১০ ❑

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا، وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ، فَقَلَ تَعَالَى ○ يَا اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا○ وَقَالَ تَعَالَى○ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ○ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ، اَشْعَثَ اَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ، فَاَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ○ رَوَاهُ مُسْلِمٌ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মহান আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি বান্দার কাছ থেকে কেবল পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করে থাকেন।[১] মহান আল্লাহ মোমেনদের তা-ই করার নির্দেশ দিয়েছেন যা করার নির্দেশ তিনি রসূলদেরও দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, হে আমার রসূলরা! তোমরা পবিত্র জিনিস খাও এবং নেক কাজ করো। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন, হে মোমেনরা! তোমাদের আমি যে পবিত্র রেযেক দিয়েছি তা থেকে তোমরা খাও।[২] অতপর রসূলুল্লাহ এমন এক জন লোকের কথা উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি অনেক দূর ভ্রমণ করে, এক সময় তার চুল রুক্ষ হয়ে যায় এবং কাপড় ধুলো বালিতে মলিন হয়ে যায়, সে নিজের দু' হাত আকাশের দিকে তুলে ধরে, আর দোয়া করে, হে আমার রব! হে আমার রব ....; কিন্তু যখন তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম, সে হারামভাবে লালিত-পালিত হয়েছে, তখন তার দোয়া কিভাবে কবুল হতে পারে। (মোসলেম)

টীকা ঃ

১. আল কোরআন, আয়াত ৫১, সূরা ২৩

২. আল কোরআন, আয়াত ১৭২, সূরা ২

In English :

On the authority of Abu Huraira (may Allah be pleased with him), who said: The Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said:

Allah the Almighty is good and accepts only that which is good. Allah has commanded the Faithful to do that which he commanded the Messengers, and the Almighty has said: 'O ye Messengers! Eat of the good things, and do right'[1].

And Allah the Almighty has said: 'O ye who beeliece! Eat of the Good things wherewith We have provided you.'

Then he mentioned [the case of] a man who, having journeyed far, is disheveled and dusty and who spreads out his hands to the sky [saying]: O Lord! O Lord! while his food is unlawful, his drink unlawful, his clothing unlawful, and he is nourished unlawfully, so how can he be answered!

It was related by Muslim.

Note :

1. Quran: verse 5 I, chapter 23.
2. Quran: verse I 7 2, chapter 2.

❑ হাদীস ১১ ❑

عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَرَيْحَانَتِهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَالَا يَرِيبُكَ ○ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু মোহাম্মদ হাসান বিন আলী বিন আবি তালেব, যিনি রসূলুল্লাহ (স.)-এর পৌত্র ও তাঁর একান্ত প্রিয়[১] (রা.)– তার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছ থেকে একথাটা শুনে স্মরণ করে রেখেছি, সে সব কিছু পরিত্যাগ করো যা তোমাকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেয়, তার পরিবর্তে সে সব কিছু গ্রহণ করো যা তোমাকে কোনো প্রকারের সন্দেহের মধ্যে ফেলে না।

এ হাদীসটি তিরমিযী ও নাসায়ী[২] বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী বলেছেন, এটা সহীহ হাসান হাদীস।

টীকা ঃ

১. আরবীতে বলা হয়েছে– 'রায়হানা' যার অর্থ হচ্ছে 'সুগন্ধি ফুল'। এ শব্দটি নবী করীম (স.) তাঁর স্নেহাশীষ দুই নাতী আলী পুত্র হাসান এবং হোসাইনের সম্মানার্থে ব্যবহার করেছেন।

২. তিরমিযী এবং আন নাসায়ী এ দু'টো হচ্ছে সিহাহ সিত্তাহ বা ছয়টি হাদীসের অন্যতম দুটি সংকলন। অন্যান্য সংকলনগুলো হলো– আল বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা।

In English :

On the authority of Abu Muhammad al-Hasan the son of Ali Ibn Abu Talib, the grandson of the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) and the one much beloved of him[1] (may Allah be pleased with them both), who said:

I memorised from the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him):

Leave that which makes you doubt for that which does not make you doubt.

It was related by at-Tirmidhi and an-Nasai[2], at Tirmidhi saying that it was a good and sound Hadith.

Note :

1. Lit. 'and his fragrant flower'. The word raihana was used by the Prophet in respect of al-Hasan and al-Husain, the sons of Ali ibn Abi Talib, the Prophet's cousin and son-in-law.
2. At-Tirmidhi and an-Nasai were compilers of two of the six recognised collections of Hadith, the other compilers being: al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, and Ibn Majah.

❑ হাদীস ১২ ❑

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ۝ حَدِيْثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَغَيْرُهُ هٰكَذَا ۝

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবূ হোরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কোনো ব্যক্তির উত্তম ইসলাম হচ্ছে, সে– সেই সব জিনিস পরিত্যাগ করবে যার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, অর্থাৎ যেটা তার বিষয় নয়।

এটা হাসান হাদীস, তিরমিযী ও অন্যান্যরা এটাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

In English :

On the authority of Abu Huraira (may Allah be pleased with him) who said: the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said:

Part of someone's being a good Muslim is his leaving alone that which does not concern him.

A good Hadith which was related by at-Tirmidhi and others in this form.

❑ হাদীস ১৩ ❑

عَنْ أَبِىْ حَمْزَةَ أَنَسٍ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ خَادِمِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ○ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু হামযা আনাস বিন মালেক (রা.)– রসূলুল্লাহ (স.) ব্যক্তিগত খাদেম[১] থেকে বর্নিত, নবী (স.) বলেছেন– তোমাদের মধ্যে কেউ ততোক্ষণ পর্যন্ত মোমেন হতে পারবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাইয়ের জন্যে তাই পছন্দ করে– যা সে নিজের জন্যে পছন্দ করে। (বোখারী ও মোসলেম)

টীকা ঃ

১. আনাস ইবনে মালিক (রা.) যখন কিশোর, তখন তিনি নবী (স.)-এর খাদেম হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছে।

In English :

On the authority of Abu Hamza Anas ibn Malik (May Allah be pleased with him), the servant[1] of the Messenger of Allah (May the blessings and peace of Allah be upon him), that the Prophet (May the blessings and peace of Allah be upon him) said:

None of you [truly] believes until he wishes for his brother what he wishes for himself.

It was related by al-Bukhari and Muslim.

Note :

1. Anas ibn Malik, when still a youth, was employed by the Prophet as a servant and is the authority for many Hadith. He is often refered to as 'the servant and friend of the Messenger of Allah'.

❑ হাদীস ১৪ ❑

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَايَحِلُّ دَمُ اَمْرِيٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِاِحْدَى ثَلَاثٍ: اَلثَّيِّبُ الزَّانِى، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِيْنِهِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ○ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রসূল (স.) বলেছেন– কোনো মুসলমানের রক্তপাত করা যথার্থ নয়– তিনটির একটি কারণ ছাড়া। সে কারণগুলো হচ্ছে– বিবাহিত ব্যক্তি যদি ব্যাভিচার করে, যদি কারো প্রাণের বদলে প্রাণ নিতে হয় এবং যদি কেউ নিজের দ্বীন পরিত্যাগ করে ও জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (বোখারী ও মোসলেম)

In English :

On the authority of Ibn Masud (may Allah be pleased with him), who said: The Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said:

The blood of a Muslim may not be legally spilt other than in one of three [instances]: the married person who commits adultery; a life for a life; and one who forsakes his religion and abandons the community.

It was related by al-Bukhari and Muslim.

❑ হাদীস ১৫ ❑

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ○ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু হোরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে লোক আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনবে– হয় তার ভালো কথা বলা উচিৎ নতুবা তার চুপ করে থাকা উচিৎ। যে লোক আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনবে তার নিজের প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়া উচিৎ, আর যে লোক আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনবে তার নিজের মেহমানের সম্মান প্রদর্শন করা উচিৎ। (বোখারী ও মোসলেম)

In English :

On the authority of Abu Huraira (may Allah be pleased with him), that the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said:

Let him who believes in Allah and the Last Day either speak good or keep silent, and let him who believes in Allah and the Last Day be generous to his neighbour, and let him who believes in Allah and the Last Day be generous to his guest.

It was related by al-Bukhari and Muslim.

❑ হাদীস ১৬ ❑

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اَوْصِنِى قَالَ، لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: لَا تَغْضَبْ ○ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক জন লোক আল্লাহর রসূল (স.)[১]-কে বললো, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ক্রোধ[২] করো না। সে লোকটি কয়েকবার একই কথা বলে, আর তিনিও বার বার বলেন, ক্রোধ করো না।

টীকাঃ

১. অর্থাৎ নবী বা রসূল। এখানে মোহাম্মদ (স.)-কে বোঝানো হয়েছে।

২. আন নববীর মতে, ক্রোধ হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক ক্রিয়া। হাদীসে রসূল আমাদের বলছে, এক্ষেত্রে আমরা যেন ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখাই।

In English :

On the authority of Abu Huraira (may Allah be pleased with him), who said:

A man said to the Prophet (may the blessings and peace of Allah be upon him):

Counsel me. He said[1]: Do not become angry[2]. The man repeated [his request] several times, and he said: Do not become angry.

It was related by al-Bukhari and Muslim.

Note :

1. i.e. the Prophet.
2. An-Nawawi, in his commentary, points out that anger is a natural human trait and that the Hadith is an exhortation not to act when in a state of anger.

❑ হাদীস ১৭ ❑

عَنْ اَبِى يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ، فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ○ رَوَاهُ مُسْلِمٌ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু ইয়া'লা শাদ্দাদ বিন আওস (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (স.) বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সকল কিছু ওপর এহসান তথা উত্তম পদ্ধতি[১] ফরয করে দিয়েছেন। অতএব যখন তুমি কোনো জন্তুকে হত্যা করবে তখন উত্তম পদ্ধতিতে তাকে হত্যা করবে। যখন তুমি কোনো জন্তুকে যবাই করবে তখন উত্তম পদ্ধতিতে তাকে যবাই করবে। এ উদ্দেশে তোমাদের প্রত্যেকেরই আপন ছুরি ধার করে নেয়া উচিৎ এবং যে জন্তুকে যবাই করা হবে তার কষ্টহ্রাস করা উচিৎ।

টীকা ঃ

১. হাদীস নং-২-এর ৫ নং টীকা দেখুন।

In English :

On the authority of Abu Yala Shaddad ibn Aus (may Allah be pleased with him), that the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said:

Verily Allah has prescribed proficiency[1] in all things. Thus, if you kill, kill well; and if you slaughter, slaughter well. Let each one of you sharpen his blade and let him spare suffering to the animal he slaughters.

It was related by Muslim.

Note :

1. See Note 5 to Hadith 2.

❑ হাদীস ১৮ ❑

عَنْ اَبِى ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ، وَاَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: اتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ○ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَفِى بَعْضِ النُّسَخِ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু যার জুনদুব বিন জুনাদাহ এবং আবু আব্দুর রহমান মোয়ায বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, আল্লাহর রসূল (স.) বলেছেন– তুমি যেখানে যে অবস্থায় থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেকটি গোনাহর পরপরই একটি নেক কাজ করো, এতে করে তোমার নেক কাজটি গুনাহের কাজটিকে মুছে দেবে। তুমি মানুষদের সাথে ভালো ব্যবহার করো। এ হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা হচ্ছে হাসান হাদীস। কোনো কোনো সংকলনে এটাকে সহীহ হাসান বলা হয়েছে।

In English :

On the authority of Abu Dharr Jundub ibn Junada and Abu Abd ar-Rahman Muadh ibn Jabal (may Allah be pleased with them both), that the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said:

Fear Allah wherever you are, and follow up a bad deed with a good one and it will wipe it out, and behave well towards people.

It was related by at-Tirmidhi, who said it was a good Hadith, and in some copies [of at-Tirmidhi's collection] it was said to be a good and sound Hadith.

❑ হাদীস ১৯ ❑

عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ لِى يَا غُلَامُ اِنِّى اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، اِذَا سَاَلْتَ فَاسْاَلِ اللّٰهَ، وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ، وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلَّا بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ، وَاِنِ اجْتَمَعُوا عَلٰى اَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلَّا بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ○ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○ وَفِى رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِىِّ: اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ اَمَامَكَ، تَعَرَّفْ اِلَى اللّٰهِ فِى الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِى الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ اَنَّ مَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ، وَمَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ اَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَاَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَاَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু আব্বাস আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, একদিন আমি নবী (স.)-এর পেছনে ছিলাম এবং তিনি আমাকে বললেন, হে যুবক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শেখাতে চাই। কথাগুলো হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহকে স্মরণ করবে, তাহলে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহকে স্মরণ করো। তাহলে তুমি তাকে তোমার সামনেই পাবে। যখন কিছু চাইবে তা আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে একান্ত আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রেখো, দুনিয়ার সকল মানুষ মিলে যদি তোমার কোনো উপকার সাধন করতে চায়– তবে আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্যে যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার বেশী তারা তোমার আর কোনো উপকার করতে পারবে না, আর যদি দুনিয়ার সকল মানুষ মিলে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায়, তবে আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্যে যা নির্ধারন করে দিয়েছেন তার বাইরে তারা তোমার অন্য কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। (কেননা) লেখার কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং ভাগ্যলিপি লেখা পৃষ্ঠাগুলোও শুকিয়ে গেছে।[১]

এ হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং একে সহীহ হাসান বলেছেন। তিরমিযী ছাড়া অন্য বর্ণনায় এই হাদীসটি এভাবে বলা হয়েছে–

আল্লাহকে স্মরণ করবে তাহলে তুমি তাঁকে তোমার কাছে পাবে, তোমার সচ্ছল অবস্থায় তুমি আল্লাহকে স্মরণ করবে, তাহলে তিনি তোমাকে তোমার অসহায় অবস্থায় স্মরণ করবেন। মনে রেখো, তুমি আজ যা পেলে না– তা তোমার কোনোদিনই পাবার ছিলো না, আর যা তুমি পেলে তা তুমি কিছুতেই না পেয়ে থাকতে না, আর জেনে রেখো– সাহায্য আসে ধৈর্য্যের সাথে, আরাম আসে কষ্টের সাথে এবং স্বাচ্ছন্দ আসে কাঠিন্যের সাথে।

টীকা ঃ

১. যা লেখা হয়েছে তা অলঙ্ঘনীয়।

In English :

On the authority of Abu Abbas Abdullah the son of Abbas (may Allah be pleased with them both), who said:

One day I was behind[1] the Prophet (may the blessings and peace of Allah be upon him) and he said to me: Young man, I shall teach you some words [of advice]: Be mindful of Allah, and Allah will protect you. Be mindful of Allah, and you will find Him in front of you. If you ask, ask of Allah; if you seek help, seek help of Allah. Know that if the Nation were to gather together to benefit you with anything, it would benefit you only with something that Allah had Already prescribed for you, and that if they gather together to harm you with anything, they would harm you only with something Allah had already prescribed for you. The pens have been lifted and the pages have dried[2].

It was related by at-Tirmidhi, who said it was a good and sound Hadith.

In a version other than that of at-Rirmidhi it reads:

Be mindful of Allah, you will find Him before you. Get to know Allah in prosperity and He will know you in adversity. Know that what has passed you by was not going to befall you and that what has befallen you was not going to pass you by. And know that victory comes with patience, relief with affliction, and ease with hardship.

Note :

1. i.e. riding behind him on the same mount.
2. i.e. what has been written and decreed cannot be altered.

❑ হাদীস ২০ ❑

عَنْ اَبِى مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَنْصَارِىِّ الْبَدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْاُولٰى اِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ○ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু মাসউদ উকবাহ বিন আমর আল আনসারী আল বাদরী (যিনি বদরের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রসূল (স.) বলেছেন– আগের নবীদের[১] কথার মধ্য থেকে মানুষরা যা কিছু পেয়েছে, তা হচ্ছে, যদি তোমার লজ্জা-শরম না থাকে তবে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো।[২] (বোখারী)

টীকাঃ

১. সেসব নবী রসূল– যারা মোহাম্মদ (স.) পূর্বে আগমন করেছিলেন।

২. এই হাদীসটি দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

(ক) মানুষ যদি লজ্জা অনুভব করে তাহলে সে নিজের আত্মোপলব্ধি দিয়ে কাজ করে, আর এ উপলব্ধি জাগ্রত হলে সে খারাপ কাজ করতে পারে না। (খ) এবং যদি কেউ লজ্জানুভূতি থেকে দূরে সরে যায় তখন তাকে খারাপ কাজ থেকে কিছুতেই বিরত রাখা যায় না।

In English :

On the authority of Abu Masud Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri (may Allah be pleased with him), who said: The Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said:

Among the words people obtained form the First Prophecy[1] are: If you feel no shame, then of as you wish[2].

It was related al-Bukhari.

Note :

1. i.e. from the Prophets who preceded Muhammand.
2. This Hadith is recognised as having two possible interpretations:

a.) that one may safely act according to one's conscience so long as one feels no shame, and b.) that if one is not capable of any feeling of shame there is nothing to prevent one from behaving as one likes i.e. badly.

❑ হাদীস ২১ ❑

عَنْ اَبِى عَمْرٍو، وَقِيْلَ اَبِى عَمْرَةَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللّٰهِ قُلْ لِى فِى الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَّا اَسْاَلُ عَنْهُ اَحَدًا غَيْرَكَ، قَالَ: قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ ٥ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٥

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু আমর (তাকে আবু আ'মরাহও বলা হয়)– সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন– তিনি বলেছেন, আমি একবার রসূলুল্লাহ (স.)-কে এই বলে অনুরোধ করলাম, হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু বলে দিন যেন এরপর আপনাকে ছাড়া আর কারো কাছে আমার কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়। তিনি বলেন, বলো, আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, অতপর-এর ওপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকো। (মোসলেম)

In English :

On the authority of Abu Amr and he is also given as Abu Amra Sufyan ibn Abdullah (may Allah be pleased with him), who said:

I said: O Messenger of Allah, tell me something about Islam which I can ask of no one but you. He said: Say: I believe in Allah and thereafter be upright.

It was related by Muslim.

❑ হাদীস ২২ ❑

عَنْ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: اَرَاَيْتَ اِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوْبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَاَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ اَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، اَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ ○ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু আব্দুল্লাহ জাবের বিন আবদুল্লাহ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, একজন লোক রসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি মনে করেন যদি আমি ফরয নামাযসমূহ আদায় করি, রমযানে রোযা রাখি, হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে মেনে চলি এবং এর সঙ্গে আর কিছুই না জুড়ে দিই তাহলে কি আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ (পারবে)। (মোসলেম)

In English :

On the authority of Abu Abdullah Jabir the son of Abdullah al-Ansari (may be pleased with them both):

A man asked the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him): Do you think that if I perform the obligatory prayers, fast in Ramadan, treat as lawful that which is lawful and treat as forbidden that which is forbidden, and do nothing further, I shall enter Paradise. He said: Yes.

It was related by Muslim.

❑ হাদীস ২৩ ❑

عَنْ أَبِى مَلِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ، أَوْ تَمْلَأُ، مَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ○ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু মালেক হারেস বিন আসেম আল-আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রসূল (স.) বলেছেন– পবিত্রতা হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক। আল হামদু লিল্লাহ *(সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যে)* হিসেবের পাল্লাকে ভরে দেয়। সোবহানাল্লাহ *(আল্লাহ পূত-পবিত্র)* আলহামদুলিল্লাহ *(সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে)* এ দু'টো একত্রে কিংবা এর একটি অংশ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব কিছুই পূরণ করে দেয়। নামায হচ্ছে আলো, সাদকা হচ্ছে সাফল্যের প্রমাণ, ধৈর্য্য হচ্ছে বাতি, আর (মনে রেখো) কেয়ামতের দিন কোরআন তোমার সপক্ষে কিংবা বিপক্ষে প্রমাণ পেশ করবে। প্রত্যেকটি লোক তার নিজের আত্মাকে ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে তার সকাল শুরু করে, আর তা– হয় তাকে আজাদ করে দেয় কিংবা তাকে ধ্বংস করে দেয়। (মোসলেম)

In English :

On the authority of Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ashari (may Allah be pleased with him), who said: The Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said:

Purity is half of faith. Al-hamdulillah [Praise be to Allah] Fills the scales, and Subhanallah [How far is Allah from every imperfection] and Al-hamdulillah [Praise be to Allah] fill that which is between heaven and earth. Prayer is light; charity is a proof; patience is illumination; and the Qur'an is an argument for or against you. Everyone starts his day and is a vendor of his soul, either freeing it or bringing about its ruin.

It was related by Muslim.

❑ হাদীস ২৪ ❑

عَنْ اَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ
اَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي، اِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا
تَظَالَمُوْا، يَاعِبَادِي: كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي اَهْدِكُمْ، يَاعِبَادِي:
كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلَّا مَنْ اَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُوْنِي اَطْعِمْكُمْ، يَاعِبَادِي: كُلُّكُمْ عَارٍ اِلَّا مَنْ
كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي اَكْسُكُمْ، يَاعِبَادِي: اِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَاَنَا
اَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي اَغْفِرْلَكُمْ، يَاعِبَادِي: اِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا
ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَاعِبَادِي: لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ
وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى اَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَازَادَ ذٰلِكَ
فِي مُلْكِي شَيْئًا يَاعِبَادِي: لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى
اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَاعِبَادِي: لَوْ اَنَّ
اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَاَلُونِي فَاَعْطَيْتُ كُلَّ
وَاحِدٍ مَسْاَلَتَهُ مَانَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِي اِلَّا كَمَا يَنْقُصُ، الْمِخْيَطُ اِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرَ،
يَا عِبَادِي: اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ اُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ اُوَفِّيكُمْ اِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا
فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ۝ رَوَاهُ مُسْلِمٌ۝

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু যার গেফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন[১], আল্লাহ তায়ালা যা কিছু বলেছেন তার মধ্যে একথাগুলোও আছে যে, তিনি বলেছেন, হে আমার বান্দারা! আমি আমার জন্যে যুলুম হারাম করে দিয়েছি, আর তা আমি তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি। অতএব তোমরা পরস্পরের ওপর যুলুম করো না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই হচ্ছো পথভ্রষ্ট, সে ব্যক্তি ছাড়া– যাকে আমি পথ দেখিয়েছি, সুতরাং তোমরা সবাই আমার কাছেই হেদায়াত প্রার্থনা করো, তোমাদের আমি হেদায়াত দান করবো। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই হচ্ছো ক্ষুধার্ত, সে

ব্যক্তি ছাড়া– যাকে আমি খাইয়েছি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে খাবার চাও, আমি তোমাদের খাবার দেবো। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই হচ্ছো বিবস্ত্র, সে ব্যক্তি ছাড়া– যাকে আমি পোশাক পরিয়েছি: সুতরাং তোমরা আমার কাছে পোশাক চাও, আমি তোমাদের পরিধেয় বস্ত্র দেবো। হে আমার বান্দারা! তোমরা রাত দিন গুনাহ করো, আর আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেই। সুতরাং আমার কাছেই ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেবো। হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনই আমার অনিষ্ট করার সামর্থ রাখো না যে, তোমরা আমার ক্ষতি করবে, আর তোমরা কখনোই আমার ভালো করার ক্ষমতাও রাখো না যে, তোমরা আমার ভালো করবে। হে আমার বান্দারা! তোমাদের আগের ও পরের সকলে, তোমাদের সকল মানুষ এবং তোমাদের সকল জিন যদি– তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সব চেয়ে বেশি মোত্তাকী ও পরহেযগার তার মতো হয়ে যায় তা আমার রাজত্বে কিছুই বৃদ্ধি করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের আগের ও পরের সকলে, তোমাদের মধ্যে যে সব চেয়ে বেশী অপরাধী অন্তরের মানুষটির মতো হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই হ্রাস করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের আগের ও পরের সকলে, তোমাদের সকল মানুষ ও তোমাদের সকল জিন যদি সবাই এক ময়দানে দাঁড়িয়ে আমার কাছে কিছু চাও এবং আমি তোমাদের সকলের চাহিদামতো সবকিছু পূরণ করে দেই, তবে আমার কাছে যা রয়েছে– তাতে সমুদ্রে একটা সুই রাখলে যতোটা কম হয়ে যায় তার চেয়ে বেশী কিছু কম হবে না।[২] হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের সকল কর্মকেই তোমাদের জন্যে গণনা করে রাখি, আর আমি তোমাদের একদিন পুরোপুরি প্রতিদান দিয়ে দেবো। সুতরাং যে লোক উত্তম প্রতিদান পাবে তার আল্লাহর প্রশংসা[৩] করা উচিৎ, আর যে এর উল্টোটা পাবে তার এ জন্যে নিজেকেই দোষ দেয়া উচিৎ। (মোসলেম)

টীকাঃ

১. এই হাদীসটি 'হাদীসে কুদসী' এর অন্তর্গত। এসব হাদীসে বক্তব্য মূলত আল্লাহর। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী করীম (স.) বলেছেন মাত্র। এগুলোকে হাদীসে কুদসী বলা হয়। এগুলো কোরআনের অংশ বা আয়াত নয়।

২. একটি সুই যদি পানিতে ফেলে তুলে নেয়া হয় তাতে সে সুইটি যতোটা পানি তুলে নেয় সে পরিমাণের কথা এখানে বলা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ পরকালে।

In English :

On the authority of Abu Dharr Al-Ghifari (may Allah be pleased with him) from the Prophet (may the blessings and peace of Allah be upon him) is that among the sayings he relates from his Lord[1] (may He be glorified) is that He said:

O My servants, I have forbidden oppression for Myself and have made it forbidden amongst you, so do not oppress one another.

O My servants, all of you are astray except for those I have guided, so seek guidance of Me and I shall guide you. O My servants, all of you are hungry except for those I have fed, so seek food of Me and I shall feed you. O My servants, all of you are naked except for those I have clothed, so seek clothing of Me and I shall clothe you. O My servants, you sin by night and by day, and I forgive all sins, so seek forgiveness of Me and I shall forgive you.

O My servants, you will not attain harming Me so as to harm Me, and you will not attain benefiting Me so as to benefit Me. O My servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you to be as pious as the most pious heart of any one man of you, that would not increase My kingdom in anything. O My servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you to be as wicked as the most wicked heart of any one man of you, that would not decrease My kingdom in anything. O My servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you to rise up in one place and make a request of Me, and were I to give everyone what he requested, that would not decrease what I have, any more than a needle decreases the sea if put into it[2].

O My servants, it is but your deeds that I reckon up for you and then recompense you for, so let him who finds good[3] praise Allah and let him who finds other than that blame no one but himself.

It was related by Muslim.

Note :

1. This is a hadith Qudsi (sacred Hadith) i.e. one in which the Prophet reports what has been revealed to him by Allah, though not necessarily in His actual words. A hadith qudsi is in no way regarded as part of the Holy Quran.
2. This refers to the minute amount of water adhering to a needle if dipped into the sea and withdrawn.
3. i.e. in the Hereafter.

❑ হাদীস ২৫ ❑

عَنْ اَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَيْضًا: اَنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُورِ بِالْاُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ اَمْوَالِهِمْ، قَالَ: اَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مَاتَصَدَّقُونَ: اِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيْلَةً صَدَقَةً، وَاَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً، وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةً، وَفِى بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، اَيَأْتِى اَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيْهَا اَجْرٌ؟ قَالَ: اَرَاَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى حَرَامٍ اَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَالِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اَجْرٌ○ رَوَاهُ مُسْلِمٌ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু যার (রা.) থেকে এও বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর কতিপয় সাহাবী[১] একবার রসূলকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল (স.)! বিত্তশালী লোকেরা তাদের কাজের প্রতিদান ও নেক কাজে আমাদের চাইতে এগিয়ে গেছে। আমরা যে রকম নামায পড়ি ওরাও তো সে রকম নামাযই পড়ে, আমরা যে রকম রোযা রাখি ওরা সে সকম রোযাই তো রাখে, আর ওরা (সামর্থ আছে বলে) প্রয়োজনের চেয়ে বেশি অর্থ সাদাকা দেয়। তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা কি তোমাদের জন্যে এমন জিনিস রাখেননি– যা তোমরাও সাদাকা দিতে পারো? এবং তা হচ্ছে, প্রত্যেক তসবীহই[২] (সোবহানাল্লাহ) সাদকা, প্রত্যেক তকবীরই[৩] (আল্লাহু আকবার) সাদাকা, প্রত্যেক তাহ্মীদাহ[৪] (আল্ হাম্দুলিল্লাহ) সাদাকা এবং প্রত্যেক তাহ্লীল[৫] (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) সাদাকা, কাউকে নেক কাজে নির্দেশ দেয়া সাদাকা, আর তোমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের মধ্যেও সাদাকা রয়েছে। তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমাদের মধ্যে কেউ যদি যৌন কামনা বাসনা পরিতৃপ্ত করে, তার জন্যেও কি প্রতিদান ও নেকী রয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ তোমরা কি দেখো না, যখন সে হারাম পন্থায় এ কাজ করে তখন কি সে গুনাহগার হয়? সুতরাং যখন সে হালাল পথে এ কাজটি করবে তখন সে অবশ্যই তার জন্যে প্রতিফল ও নেকী পাবে। (মোসলেম)

টীকাঃ

১. সাহাবী আরবী শব্দ। অন্য প্রতিশব্দ হলো 'আসহাব' বা 'সাহাবা'। বাংলা অর্থ সঙ্গী, সাথী বা সহচর। সাহাবী হচ্ছেন মূলত তারা, যারা রসূল (স.)-এর সঙ্গী ছিলেন তাকে মেনে চলেছেন এবং একজন শেষ পর্যন্ত মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন।

২. সুবহানাল্লাহ বলতে বলা হয়েছে। (আল্লাহ তায়ালা অপূর্ণতা থেকে পবিত্র!)

৩. আল্লাহু আকবার বলতে বলা হয়েছে। (আল্লাহ সবার চাইতে বড়ো)

৪. আলহামদু লিল্লাহ বলতে বলা হয়েছে। (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য)

৫. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলতে বলা হয়েছে (আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই)

In English :

Also on the authority of Abu Dharr (may Allah be pleased with him):

Some of the Companions of the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said to the Prophet (may the blessings and peace of Allah be upon him): O Messenger of Allah, the affluent have made off with the rewards: they pray as we pray, they fast as we fast, and they give away in charity the superfluity of their wealth.

He said: Has not Allah made things for you to give away in charity. Truly every tasbiha[2] is a charity, every takbira[3] is a charity, every tahmida[4] is a charity, and every tahhla[5] is a charity; to enjoin a good action is a charity, and in the sexual act of each of you there is a charity.

They said: O Messenger of Allah, when one of us fulfils his sexual desire will he have some reward for that. He said: Do you [not] think that were he to act upon it unlawfully he would be sinning. Likewise, if he has acted upon it lawfully he will have a reward.

It was related by Muslim.

Note :

1. The Arabic word Sahabi (pl. Ashab or Sahaba) is given to a person who met the Prophet, believed in him, and died a Muslim.
2. To say Subhana'llah (How far is Allah from every imperfection).
3. To way Allahu akbar (Allah is most great).
4. To say Al-hamdu lillah (Praise be to Allah).
5. To say La ilaha illa'llah (There is no god but Allah).

❑ হাদীস ২৬ ❑

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ اَثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِى دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا اَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيْهَا اِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيْطُ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ○ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু হোরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (স.) বলেছেন– প্রতিদিন যখন সুর্য উঠে তখন মানুষের দেহের প্রতিটি গ্রন্থীর সাদাকা দেয়া কর্তব্য। দু'জন মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সাদাকা, কোনো আরোহীকে তার বাহনে আরোহন করতে বা তার ওপর বোঝা রাখতে সাহায্য করা সাদাকা, ভালো কথা সাদাকা, নামাযের জন্যে নেয়া প্রতিটি পদক্ষেপ সাদাকা এবং রাস্তা[১] থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানোও সাদাকা।(বোখারী ও মোসলেম)

টীকাঃ

১. অর্থ তোমার মাসজিদে গমনের পথ

In English :

On the authority of Abu Huraira (may Allah be pleased with him), who said: The Messenger of Allah (may the blessing and peace of Allah be upon him) said:

Each person's every joint must perform a charity every day the sun comes up: to act justly between two people is a charity; to help a man with his mount, lifting him onto it is a charity; a good word is a charity; every step you take to prayers[1] is a charity; and removing a harmful thing from the road is a charity.

It was related by al-Bukhari and Muslim.

Note :

1. i.e. on your way to the mosque.

❑ হাদীস ২৭ ❑

عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ فِىْ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ○ رَوَاهُ مُسْلِمٌ○

وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ، قُلْتُ نَعَمْ؟ قَالَ: اَسْتَفْتِ قَلْبَكَ، اَلْبِرُّ مَا اطْمَاَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَاَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْاِثْمُ مَاحَاكَ فِى النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ، وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ اَفْتَوْكَ ○ حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَيْنَاهُ فِىْ مُسْنَدَىِ الْاِمَامَيْنِ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالدَّارِمِيِّ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আন নওয়াস বিন সামআন (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন যে, উত্তম নৈতিকতাও আর পাপ হচ্ছে– যা তোমার মনকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয় এবং তা মানুষ জানুক এটা তুমি পছন্দ করো না। (মোসলেম)

ওয়াবেসাহ বিন মাবাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি একবার আল্লাহর রসূল (স.)-এর কাছে হাযির হই এবং তিনি বলেন, তুমি কি নেকী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছো? আমি বললাম, জী হাঁ। তিনি বলেন– নিজের মনকে আগে জিজ্ঞস করো:[১] যে বিষয় সম্পর্কে তোমার আত্মা ও মন আশ্বস্ত থাকে তাই হচ্ছে নেক, আর পাপ হচ্ছে তা– যে ব্যাপারে যদি মানুষ তার স্বপক্ষে ফতওয়াও দিয়ে দেয় তবুও তা তোমার আত্মাকে অশ্বস্তিতে রাখে ও মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে।

এ হাদীসটি হচ্ছে হাসান যা আমি দু' ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও আদ-দারিমীর মোসনাদ[২] থেকে উত্তম সনদের সাথে বর্ণনা করেছি।

টীকা ঃ

১. সংকলকের মতে এই দুটি হাদীসের সম্ভবতঃ একত্রে। কারণ এদের বিষয়বস্তু এবং স্থান অভিন্ন।

২. হাদীসের সংকলন মূল বিষয়বস্তু অনুসারে, বিন্যস্ত নয়। কিন্তু বর্ণনাকারী নাম অনুযায়ী রক্ষিত। যারা রসূল (স.)-এর মুখ হতে শুনেছিলেন।

In English :

On the authority of an-Nawwas ibn Saman (may Allah be pleased with him) that the Prophet (may the blessings and peace of Allah be upon him) said:

Righteousness is good morality, and wrongdoing is that which wavers in your soul and which you dislike people finding out about.

It was related by Muslim.

On the authority of Wabisa ibn Ma'bad (may Allah be pleased with him), who said:

I came to the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) and he said: You have come to ask about righteousness? I said: Yes. He said: Consult your heart. Righteousness is that about which the soul feels tranquil and the heart feels tranquil, and wrongdoing is that which waves in the soul and moves to and fro in the breast even though people again and again have given you their legal opinion [in its favour][1].

A good Hadith which we have related in the two Musnads[2] of the two Imams, Ahmad ibn Hanbal and ad-Darimi, with a good chain of authorities.

Note :

1. The compiler placed these two Hadith together probably because of the similarity of subject matter and phrasing.
2. Collections of Hadith arranged not in accordance with subject matter but under the name of the person who transmitted them from the Prophet.

❑ হাদীস ২৮ ❑

عَنْ اَبِى نَجِيْحٍ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، كَاَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَاَوْصِنَا، قَالَ اَوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَاِنْ تَاَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ، فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ ○ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু নাজীহ আল এরবায বিন সারিয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) এক ভাষণে আমাদের সবাইকে উপদেশ দান করেন, এতে আমাদের মন ভীত হয়ে পড়ে এবং আমাদের সবার চোখে পানি এসে যায়। আমরা আরয করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! এ তো যেন একটি বিদায়কালীন উপদেশ; আপনি আমাদের কিছু ওসীয়ত করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার ওসীয়ত করছি, আর শোনা ও মেনে চলার ওসীয়ত করছি– যদি কোনো দাস তোমাদের নেতা হয় তবুও। তোমাদের মধ্যে যারা অনেক দিন বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতপার্থক্য দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত[১] ও খোলাফায়ে রাশেদীনের[২] পদ্ধতি মেনে চলো, তা দাঁত দিয়ে[৩] দৃঢ়ভাবে ধরে থাকো, আর নতুন উদ্ভাবিত বিষয় (অর্থাৎ বেদায়াত) সম্পর্কে তোমরা সাবধান থেকো, কারণ প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত বিষয় হচ্ছে বেদায়াত, প্রত্যেক বেদায়াত হচ্ছে গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।

হাদীসটি আবু দাউদ ও তিরমিযী (র.) বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটা সহীহ হাসান হাদীস।

টীকা ঃ

১. শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 'পথ' বা 'রাস্তা' বা অনুসরণীয়; কিন্তু এখানে একটু ভিন্ন কৌশলে ব্যবহার হয়েছে। নবী করীম (স.) এর সম্পাদিত এবং নির্দেশিত পথ অর্থে এখানে তা ব্যবহৃত

হয়েছে– যা তিনি শব্দটি আমাদের জন্যে নিয়ে এসেছিলেন। মোট কথা এখানে কোরআন ও হাদীস নির্দেশিত জীবন পদ্ধতির কথাই বুঝানো হয়েছে।

২. 'আল খোলাফা' এবং 'আর রাশেদুন' এগুলোর সাধারণ অর্থ হচ্ছে যারা নিজেদের সিদ্ধান্তে অবিচল বা কঠোর; কিন্তু এখানে সে অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এখানে খোলাফায়ে রাশেদীন দ্বারা চার খলিফাকে বুঝানো হয়েছে। তারা ছিলেন মহানবী (স.)-এর চার বিশ্বস্ত সহচর মুসলিম জাহানের পরবর্তি নেতা। তাদের চারজনকে বলা হয় খোলাফায়ে রাশেদীন। এরা হলেন– (১) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) (২) হযরত ওমর ফারুক (রা.) (৩) হযরত আলী (রা.) ও (৪) হযরত উসমান (রা.)।

৩. দাঁত দিয়ে শক্ত করে ধরো অর্থাৎ আঁকড়ে ধরো।

In English :

On the authority of Abu Najih Al- Irbad ibn Sariya (may Allah be pleased with him), who said:

The Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) gave us a sermon by which our hearts were filled with fear and tears came to our eyes. We said: O Messenger of Allah, it is as though this is a farewell sermon, so counsel us. He said: I counsel you to fear Allah (may he be glorified) and to give absolute obedience even if a slave becomes your leader. Verily he among you who lives [long] will see great controversy, so you must keep to my sunna and to the sunna[1] of the rightly-guided Rashidite Caliphs[2] cling to them stubbornly[3]. Beware of newly invented matters, for every invented matter is an innovation and every innovation is a going astray and every going astray is in Hell-fire.

It was related by Abu Dawud and at-Tirmidhi, who said that it was a good and sound Hadith.

Note :

1. The original meaning of the word is 'way' or 'path to be followed', but it is used as a technical term for those words, actions and sanctions of the Prophet that were reported and have come down to us.
2. The expression al-khulafa' ar-Rashidun is generally translated 'Orthodox Caliphs but the connotations of the word orthodox render it unsuitable. Al-kahulafa ar Rashidun is the title given to the first four Caliphs in Islam.
3. Lit 'clench your teeth on them'.

❑ হাদীস ২৯ ❑

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللّٰهِ، اَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللّٰهَ لَاتُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ عَلَى اَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ: الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ○ ثُمَّ تَلَا، تَتَجَافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ○ حَتّٰى بَلَغَ يَعْمَلُوْنَ○ ثُمَّ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْاَمْرِ وَعَمُوْدِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَارَسُولَ اللّٰهِ، قَالَ رَأْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامُ، وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ، ثُمَّ قَالَ: اَلَا اُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذٰلِكَ كُلِّهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَارَسُولَ اللّٰهِ، فَاَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا، قُلْتُ: يَانَبِيَّ اللّٰهِ، وَاِنَّ لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ، يَامُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ، اَوْ قَالَ: عَلَى مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ○ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত মোয়ায বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একবার আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল (স.)। আমাকে এমন কিছু আমলের কথা বলুন যা আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে এবং দোযখ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। তিনি বললেন, তুমি সত্যিই একটি বড়ো বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছো, যদিও এটা তার জন্যে খুবই সহজ– মহান আল্লাহ যার জন্যে তা সহজ করে দেন। সে বিষয়টি হচ্ছে,

তোমরা আল্লাহর এবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করোনা; নামায কায়েম করো, যাকাত[১] আদায় করো, রমযানে রোযা রাখো এবং আল্লাহর ঘরে[২] হজ্জ করো। তারপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে কল্যাণের কোনো দরজা দেখাবো না? সে কল্যাণের পরিচয় হচ্ছে, রোযা হচ্ছে ঢাল; সাদাকা গুনাহ্‌কে নিঃশেষ করে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে; আর আছে মানুষের গভীর রাতের নামায। তারপর তিনি তেলাওয়াত করেন, 'তাতাজাফা জুনূবুহুম আনিল মাদাজে' থেকে ইয়া'মালুন' পর্যন্ত। (অর্থাৎ তারা তাদের শয্যা পরিত্যাগ করে) তাদের প্রতিপালককে ভয়ে ও আশায় ডাকে এবং আমি তাদের যে জিবিকা দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে। তাদের আমলের জন্যে যে নয়ন জুড়ানো প্রতিদান রক্ষিত আছে তা তাদের কেউই জানে না।[৩] (সূরা ৩২, আয়াত ১৬-১৭)

তিনি আবার বললেন, আমি তোমাকে দ্বীনের মস্তক, তার খুটি এবং তার সর্ব্বোচ্চ অংশের কথা কি বলবো? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল (স.)! অবশ্যই বলূন। তিনি বললেন– দ্বীনের মস্তক হচ্ছে ইসলাম, তার খুটি হচ্ছে নামায এবং তার সর্ব্বোচ্চ অংশের নাম হচ্ছে জেহাদ। তারপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এ সব বিষয়গুলোকে আয়ত্তে রাখার উপকরণ সম্পর্কে কিছু বলবো না? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল (স.)! অবশ্যই বলুন। তিনি নিজের জিভ ধরে বললেন, একে তোমরা সংযত করো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী (স.)! আমরা যেসব কথা বলি তার কি হিসাব হবে? তিনি বললেন– তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, (এটা এক ধরনের তিরস্কার) মোয়ায! জিভের উৎপন্ন ফসল ছাড়া আর এমন কি জিনিস আছে যা মানুষকে তার মুখ ঘষতে ঘষতে কিংবা তিনি বলেছেন নাক ঘষতে ঘষতে দোযখের আগুনের দিকে ঠেলে নেবে না।

এ হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটা সহীহ হাসান হাদীস।

টীকা ঃ

১. হাদীস নং ২-এর ২নং টীকা দেখুন।

২. হাদীস ২এর ৩নং টীকা দেখুন।

৩. আল কোরআন, আয়াত ৩২, সূরা-১৬, কোরআন মজিদে লম্বা আয়াতে বিধৃত হয়েছে। এখানে শুধু মুল কথাটাই বলা হয়েছে।

৪. আরবী জেহাদ শব্দের অর্থ হচ্ছে পবিত্র যুদ্ধ, ধর্ম যুদ্ধ অথবা আল্লাহর পথে যুদ্ধ। আসলে এর অর্থ ব্যাপক। মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে যে কোনো কাজ করাটাই জেহাদ। অন্য কোনো ভাষার শব্দ দিয়ে এর সঠিক অর্থ প্রতিফলিত হয় না বিধায় আমরা বাংলায় জেহাদ শব্দটিটি রেখে দিয়েছি। এক কথায় এর সঠিক প্রতিশব্দ নাই।

In English :

On the authority of Mu'adh ibn Jabal (may Allah be pleased with him), who said:

I said: O Messenger of Allah, tell me of an act which will take me into Paradise and will keep me away from Hell-fire. He said: You have asked me about a major matter, yet it is easy for him for whom Allah Almighty makes it easy. You should worship Allah, associating nothing with Him: you should perform the prayers; you should pay the zakat[1]; you should fast in Ramadan; and you should make the pilgrimage to the House[2]. Then he said: Shall I not show you the gates of goodness. Fasting [which] is a shield; charity [which] extinguishes sin as water extinguishes fire; and the praying of a man in the depths of night. Then he recited: 'Who forsake their beds to cry unto their Lord in fear and hope, and spend of that We have bestowed on them. No soul knoweth what is kept hid for them of joy, as a reward for what they used to do[3].' Then he said: Shall I not tell you of the peak of the matter, its pillar, and its topmost part. I said: Yes, O Messenger of Allah. He said: The peak of the matter is Islam: the pillar is prayer; and its topmost part is jihad[4]. Then he said: Shall I not tell you of the controlling of all that. I said: Yes, O Messenger of Allah, and he took hold of his tongue and said: Restrain this. I said: O Prophet of Allah, will what we say be held against us. He said: May your mother be bereaved of you, Mu'adh! Is there anything that topples people on their faces or he said on their noses into Hell-fire other than the harvests of their tongues.

It was related by at.Tirmidhi, who said it was a good and sound Hadith.

Note :

1. See Note 2 to Hadith 2.
2. See Note 3 to hadith 2.
3. Quran Verse 32, Chapter I6. In the original Arabic, as is often the practice with a long quotation from the Quran, only the initial words and the final word or words are given.
4. Though the Arabic jihad is generally rendered 'holy war', its meaning is wider than this and includes any effort made in furtherance of the cause of Islam; it has therefore been decided to retain the Arabic word.

❑ হাদীস ৩০ ❑

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاشِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ
قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا،
وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا
عَنْهَا ○ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু সালাবাহ আল খোশানী জুরুসুম বিন নাশের (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (স.) বলেছেন, মহান আল্লাহ ফরয বিষয়সমূহকে অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছেন, সুতরাং তাকে তোমরা অবহেলা করো না। তিনি সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সুতরাং তা লঙ্ঘন করো না। তিনি কিছু জিনিসকে হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তা অমান্য করোনা। আবার কিছু জিনিসের ব্যাপারে তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন, এমন নয় যে এটা তিনি ভুলে গেছেন বরং এটা তোমাদের জন্যে তার বিশেষ অনুগ্রহ, সুতরাং সে বিষয়ে তোমরা তর্ক-বিতর্ক করো না।

এ হাদীসটি হাসান হাদীস এবং আদ-দারাকুতনী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

In English :

On the authority of Abu Tha'laba al-Khushani Jurthum ibn Nashir (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said:

Allah the Almighty has laid down religious duties, so do not neglect them; He has set boundaries, so do not overstep them; He has prohibited some things, so do not violate them; about some things He was silent out of compassion for you, not forgetfulness, so seek not after them.

A good Hadith related by ad-Daraqutni and others.

❑ হাদীস ৩১ ❑

عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللّٰهِ دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهُ اَحَبَّنِى اللّٰهُ وَاَحَبَّنِى النَّاسَ، فَقَالَ: اَزْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللّٰهُ، وَازْهَدْ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ○ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ بِاَسَانِيْدَ حَسَنَةٍ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু আব্বাস সাহল বিন সা'দ আস সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একজন লোক নবী (স.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলো, হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমাকে এমন এক আমলের কথা বলুন যা করলে আল্লাহ তায়ালা আমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালোবাসতে থাকবে। তিনি বললেন, দুনিয়ার কাছে যা আছে তা ছেড়ে দাও, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ভালোবাসবেন, আর মানুষের কাছে যা আছে তা পাওয়ার আশা ছেড়ে দাও, তাহলে মানুষও তোমাকে ভালোবাসতে থাকবে।

হাদীসটি ইবনে মাজাহ ও অন্যান্যরা উত্তম সনদের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

In English :

On the authority of Abul-Abbas Sahl ibn Sad as-Saidi (may Allah be pleased with him), who said:

A man came to the Prophet (may the blessings and peace of Allah be upon him) and said: O Messenger of Allah, direct me to an act which, if I do it, [will cause] Allah to love me and people to love me. He said:

Renounce the world and Allah will love you, and renounce what people possess and people will love you.

A good Hadith related by Ibn Majah and others with good chains of authorities.

❑ হাদীস ৩২ ❑

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ۝ حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا
مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ ، فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا ۝

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু সঈদ সায়াদ বিন মালিক সেনান আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (স.) বলেছেন– ক্ষতি করা উচিৎ নয়, আর ক্ষতির পরিবর্তেও ক্ষতি করা উচিৎ নয়।

এ হাদীসটি হাসান হাদীস। ইবনে মাজাহ, দারাকুতনী ও অন্যান্যরা একে বলেছেন মুসনাদ। মালিক তার মোয়াত্তা[১] গ্রন্থে একে এ সনদের সঙ্গে মুরসাল বলেছেন, আমর বিন ইয়াহয়া নিজের বাপ থেকে– যিনি নবী (স.) থেকে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তিনি আবু সাঈদকে বাদ দিয়েছেন। তাঁর কাছে অন্য বর্ণনাকারীও আছেন যারা পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করেন।

টীকা ঃ

১. আনাস ইবনে মালিক কর্তৃক ইসলামী ফেকাহ ও হাদীসের ওপর একটি মৌলিক সংগ্রহ। হাদীস-১৩ এর ১নং টীকা দেখুন। (ইমাম মালেকের মৃত্যু ১৭৯ হিজরী)

In English :

On the authority of Abu Said Sad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri (may Allah be pleased with him) the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said:

There should be neither harming nor reciprocating harm.

A good Hadith related by Ibn Majah, ad-Daraqutni and others and ranked as musnad[1]. It was also related by Malik in al-Muwatta[2] as mursal[3] with a chain of authorities form Amr ibn Yahya, from his father, from the Prophet (may the blessings and peace of Allah be upon him), but leaving out Abu Said, and he has other chains of Authorities that support one another.

Note :

1. A musnad Hadith is one with a complete chain of authorities from the narrator to the Prophet himself.
2. A classic work on Hadith and jurisprudence by Anas ibn Malik (died I79 A.H.). See Note I to hadith i3.
3. A Hadith that is described as mursal is one where the chain of authorities ends with the Follower and does not give the name of the Companion who lies, in the chain, between the Follower and the Prophet himself. The authenticity of a mursal Hadith is strengthened if supported by another mursal Hadith with a different chain of authorities.

A companion, as has been explained in the note to Hadith 25, is a Muslim who had met the Prophet; a Follower (tabi i pl. tabiun) is a muslim who had met a Companion.

❑ হাদীস ৩৩ ❑

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ اَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لٰكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ ۝ حَدِيْثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ هٰكَذَا وَبَعْضُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ ۝

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যদি মানুষদের তাদের দাবী অনুযায়ী সবকিছুই দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তারা এক সময় অপরের সম্পদ ও জীবনও দাবী করে বসবে।[১] কিন্তু দাবীদারকে তার দাবীর সপক্ষে প্রমাণ দেয়া এবং যে অস্বীকার করবে তাকে তার দাবীর পক্ষে শপথ করা অবশ্য কর্তব্য।

এ হাদীসটি হাসান হাদীস। বায়হাকী ও অন্যান্যরা এভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এর কিছু অংশ উভয় সহীহ[২] হাদীসের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

টীকা ঃ

১. আরবীতে ব্যবহৃত রক্ত দ্বারা জীবন বুঝানো হয়েছে।

২. অর্থাৎ সহীহ বোখারী ও মুসলিম।

In English :

On the authority of the son of Abbas (may Allah be pleased with them both) that the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said:

Were people to be given in accordance with their claim, men would claim the fortunes and lives[1] of [other] people, but the onus of proof is on the claimant and the taking of an oath is incumbent upon him who denies.

A good Hadith related by al-Baihaqi and others in this form, and part of it is in the two Sahihs[2].

Note :

1. Lit. 'blood'.

2. i.e. the collections of al-Bukhari and Muslim.

❑ হাদীস ৩৪ ❑

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ○ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ○ رَوَاهُ مُسْلِمٌ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো খারাপ কিছু দেখে তাহলে তার (ক্ষমতার) হাত দিয়ে তার তা বদলে দেয়া উচিৎ, যদি তা করার তার ক্ষমতা না থাকে তাহলে তার মুখ দিয়ে তা বদলে দেয়া উচিৎ, আর যদি তাও করার ক্ষমতা না থাকে তবে তার অন্তর দিয়ে (মনে মনে ঘৃণা করে হলেও) তাকে বদলে দেয়া উচিৎ, আর এটা হচ্ছে সব চেয়ে দূর্বলতম ঈমান। (মোসলেম)

In English :

On the authority of Abu Said al-Khudri (may Allah be pleased with him), who said: I heard the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) say:

Whosoever of you sees an evil action, let him change it with his hand; and if he is not able to do so, then with his tongue; and if he is not able to do so, then with his heart and that is the weakest of faith.

It was related by Muslim.

❑ হাদীস ৩৫ ❑

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُوْنُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ: لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَايَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوٰى هٰهُنَا، وَيُشِيْرُ اِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ○ رَوَاهُ مُسْلِمٌ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু হোরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (স.) বলেছেন– তোমরা পরস্পরের মধ্যে হিংসা করো না, নীলাম ডেকে একে অপরের জন্যে কোনো বস্তুর দাম বাড়িয়ে দিয়ো না, একে অপরকে ঘৃণা করো না, একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যেও না; অপরের বিক্রীর সময় নিজের কোনো জিনিস সামনে এগিয়ে দিও না; বরং ওহে আল্লাহর বান্দাহরা! তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও– মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তার ওপর অত্যাচার করে না, সে তাকে কখনো সঙ্গী ও সহায়হীনভাবে ছেড়ে দেয় না, সে তার কাছে মিথ্যা কথা বলে না এবং তাকে অপদস্তও করে না। পরহেজগারী হচ্ছে এখানে– একথা বলার সময় তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার ইশারা করেন। কোনো মুসলমান ভাইকে সে নীচ ও হীন মনে করে না। প্রত্যেক মুসলমানদের এসব জিনিস আরেকজন মুসলমানের জন্যে হারাম; তার রক্ত, তার সম্পদ ও তার মান-সম্মান সবকিছুই অপর জনের জন্যে হারাম। (মোসলেম)

In English :

On the authority of Abu Huraira (may Allah be pleased with him), who said: the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said:

Do not envy one another; do not inflate prices one to another; do not hate one another; do not turn away from one another, but be you, O servants of Allah, brothers. A Muslim is the brother of a Muslim: he neither oppresses him nor does he fail him, he neither lies to him nor does he hold him in contempt. Piety is right here and he pointed to his breast three times. It is evil enough for a man to hold his brother Muslim in contempt. The whole of a Muslim for another Muslim is inviolable: his blood his property, and his honour.

It was related by Muslim.

❑ হাদীস ৩৬ ❑

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ اَخِيْهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّاَبِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ○ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهٰذَا اللَّفْظِ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু হোরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী (স.) বলেছেন– যে লোক পৃথিবীতে কোনো মোমেনের কোনো দুঃখ দুর করে দেবে হাশরের দিন আল্লাহ তায়ালাও তার কোনো দুঃখ দুর করে দেবেন। যে লোক কোনো বিপদগ্রস্থ মানুষের বিপদ দূর করে দেবে আল্লাহ তায়ালাও দুনিয়া ও আখেরাতে তার কোনো বিপদ দূর করে দেবেন। যে লোক কোনো মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখবে আল্লাহ তায়ালাও দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ ঢেকে রাখবেন। যে ব্যক্তি তার ভাইকে সাহায্য করবে আল্লাহ তায়ালাও সে বান্দাহকে সাহায্য করবেন। যে লোক জ্ঞান লাভের জন্যে কোনো পথ অতিক্রম করবে আল্লাহ তায়ালাও তার জন্যে বেহেশতের পথ সহজ করে দেবেন। যেসব লোক আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোনো একটিকে কেন্দ্র করে (অর্থাৎ মসজিদে) সমবেত হবে, সেখানে কোরআন তেলাওয়াত করবে, সকলে মিলিত হয়ে কোরআনের শিক্ষা নেবে ও দেবে, তাদের ওপর অবশ্যই আল্লাহর প্রশান্তি অবতীর্ণ হবে। আল্লাহর অনুগ্রহ তাদের ঢেকে দেবে, ফেরেশতারা তাদের ঘিরে থাকবে, আর আল্লাহ তায়ালা তাদের কথা এমন সকলের মাঝে উল্লেখ করবেন যারা তাঁর কাছে উপস্থিত থাকে। যে লোক নিজের কাজে পেছনে পড়ে থাকবে[১] তার বংশ পরিচয় তাকে কোনোদিনই এগিয়ে নিতে পারবে না।

টীকাঃ

১. অর্থ তার জান্নাতে যাওয়ার পথ।

In English :

On the authority of Abu Huraira (may Allah be pleased with him) that the Prophet (may the blessings and peace of Allah be upon him) said:

Whosoever removes a worldly grief from a believer, Allah will remove form him one of the griefs of the Day of Judgment. Whosoever alleviates [the lot of] a needy person, Allah will alleviate [his lot in this world and the next. Whosoever shields a Muslim, Allah will shield him in this world and the next. Allah will aid a servant [of His] so long as the servant aids his brother. Whosoever follows a path to seek knowledge therein, Allah will make easy for him a path to Paradise. No people gather together in one of the houses of Allah, reciting the Book of Allah and studying it among themselves, without tranquillity descending upon them, mercy enveloping them, the angels surrounding them, and Allah making mention of them amongst those who are with Him. Whosoever is slowed down[1] by his actions will not be hastened forward by his lineage.

It was related by Muslim in these words.

Note :

1. i.e. on his path to Paradise.

❑ হাদীস ৩৭ ❑

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً○ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِهٰذِهِ الْحُرُوفِ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা থেকে রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ভালো ও মন্দ কর্মকে লিখে রেখেছেন। তারপর তিনি এ কথার ব্যাখ্যা পেশ করেন, যে লোক কোনো নেক কাজের জন্যে সংকল্প করলো; কিন্তু সে তা করতে পারলো না– তবুও আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে একটি পূর্ণ নেকী লিখে দেন, আর যে ব্যক্তি সংকল্প করলো এবং তা সম্পন্নও করলো এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা নিজের কাছে তার জন্যে দশ থেকে সাতশ' পর্যন্ত বরং তার থেকেও বেশী নেকী লিখে দেন। এর বিপরীতে সে কোনো মন্দ কাজের সংকল্প করলো; কিন্তু তা সে কাজে পরিণত করলো না এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে একটি পূর্ণ নেকী লিখে দেন। কিন্তু সে যদি সংকল্প করলো এবং তা কাজেও পরিণত করলো, তবে তার জন্যে তিনি মাত্র একটি গোনাহ লিখে দেন। (বোখারী ও মোসলেম সহীহ এভাবে বর্ণনা করেছেন)

In English :

On the Authority of the son of Abbas (may Allah be pleased with them both), from the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him), is that among the sayings he relates form his Lord (glorified and exalted be He) is that He said:

Allah has written down the good deeds and the bad ones. Then He explained it [by saying that] he who has intended a good deed and has not done it, Allah writes it down with Himself as a full good deed, but if he has intended it and has done it, Allah writes it down with Himself as from ten good deeds to seven hundred times, or many times over. But if he has intended a bad deed and has not done it, Allah writes it down with Himself as a full good deed, but if he has intended it and has done it, Allah writes it down as one bad deed.

It was related by al-Bukhari and Muslim in their two Sahihs in these words.

❑ হাদীস ৩৮ ❑

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِى وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ اِلَى عَبْدِى بِشَيْئٍ اَحَبَّ اِلَى مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ اِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهُ، فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ○ وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ اَلَّتِى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها، ولئن سألنى لأعطينه، ولئن استعاذنى لأعيذنه○ رواه البخارى○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আবু হোরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (স.) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, যে লোক আমার কোনো বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো। আমি তার ওপর যে দ্বীনি দায়িত্ব ফরয করে দিয়েছি আমার বান্দা তা ছাড়া আর কোনো পছন্দসহ জিনিসের দ্বারা আমার নিকটবর্তী হতে পারে না। আর আমার বান্দা নফলের সাহায্যে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, আমিও তাকে ভালোবাসতে থাকি, আর আমি যখন তাকে ভালোবাসতে থাকি তখন আমি হয়ে যাই তার কান– যার দ্বারা সে শুনে, আমি হয়ে যাই তার চোখ– যার দ্বারা সে দেখে, আমি হয়ে যাই তার হাত– যার দ্বারা সে ধরে এবং আমি হয়ে যাই তার পা– যার দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায় অবশ্যই আমি তাকে তা দেই। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় প্রদান করি। (বোখারী)

In English :

On the authority of Abu Huraira (may Allah be pleased with him), who said: the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said:

Allah the Almighty has said: Whosoever shows enmity to a friend of Mine, I shall be at war with him. My servant does not

draw near to Me with anything more loved by Me than the religious duties I have imposed upon him, and My servant continues to draw near to Me with supererogatory works so that I shall love him. When I love him I am his hearing with which he hears, his seeing with which he sees, his hand with which he strikes, and his foot with which he walks. Where he to ask [something] of Me, I would surely give it to him; and were he to ask Me for refuge, I would surely grant him it.

It was related by Al-Bukhari.

❑ হাদীস ৩৯ ❑

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِى عَنْ اُمَّتِى: الْخَطَاءَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ○ حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَجَه وَالْبَيْهَقِىُّ وَغَيْرُهُمَا○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার জন্যে আমার উম্মতকে মাফ করে দিয়েছেন। তার গোনাহ , তার ভুলে যাওয়া বিষয় এবং তার সে কাজ যা সে একান্ত বাধ্য হয়ে করেছে (তাও আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিয়েছেন)।

এটা হাসান হাদীস। ইবনে মাজাহ, বায়হাকী এবং অন্যান্যরা এটা বর্ণনা করেছেন।

In English :

On the authority of the son of Abbas (may Allah be pleased with them both) that the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said:

Allah has pardoned for me my people for [their] mistakes and [their] forgetfulness and for what they have done under duress.

A good Hadith related by Ibn Majah, al-Baihaqi, and others.

❑ হাদীস ৪০ ❑

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكِبِى فَقَالَ: فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: اِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ ○ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ○

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত ইবনে ওমর[১] (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) আমার কাঁধ ধরে বললেন– পৃথিবীতে এমনভাবে থাকো যেন তুমি একজন অপরিচিত ব্যক্তি কিংবা তুমি একজন মোসাফের।

ইবনে ওমর (রা.) বলতেন, সন্ধ্যা বেলায় পরবর্তী সকালের জন্যে অপেক্ষা করো না, আর সকাল বেলায় সেদিনের সন্ধার জন্যে অপেক্ষা করো না। অসুস্থ দেহের জন্যে সুস্থ দেহ থেকে পাথেয় সংগ্রহ করে নাও, আর মৃত্যুর জন্যে জীবিত অবস্থা থেকে পাথেয় সংগ্রহ করে নাও।[২] (বোখারী)

টীকা ঃ

১. হাদীস ২-এর ১ নং টীকা দেখুন।

২. অর্থাৎ যখন তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাকে তখন তুমি দ্বীনের কাজ করতে পারো এবং এজন্যে এটাকে সদ্ব্যবহার করা উচিত। একই কথা জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

In English :

On the authority of the son of Umar (may Allah be pleased with them both), who said:

The Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) took me by the shoulder and said:

Be in the world as though you were a stranger or a wayfarer.

The son of Umar[1] (may Allah be pleased with them both) used to say:

At evening do not expect [to live till] morning, and at morning do not expect [to live till] evening. Take something from your health for your illness and from your life for your death[2].

Note :

It was related by al-Bukhari.

1. See Note i to Hadith 2.
2. i.e. While you are in good health you are able to perform your religious duties and should therefore take advantage of this fact. The same applies to the state of being alive.

❑ হাদীস ৪১ ❑

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: يَا ابْنَ اٰدَمَ، اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِى وَرَجَوْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا اُبَالِى، يَا ابْنَ اٰدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ، يَا ابْنَ اٰدَمَ، اِنَّكَ لَوْ اَتَيْتَنِى بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِى لَا تُشْرِكُ بِى شَيْئًا لَاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ۝ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۝

বাংলা অনুবাদ ঃ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহর রসূল (স.)-কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেছেন, হে আদম সন্তান! যতোক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার কাছে মাফ চাইবে, তুমি যা করেছো আমি তা মাফ করে দেবো, আর আমি তো কোনো কিছুর পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার পাপ যদি আকাশ সমানও হয়ে যায়। আর তুমি যদি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো তাহলে আমি তোমাকে তা ক্ষমা করে দেবো। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ পাপ নিয়েও আমার কাছে আসো এবং আমার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক না করে আমার সাথে দেখা করো, তাহলে আমি সম পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সাথে দেখা করবো।[১] (তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ্ হাসান হাদীস বলেছেন।)

টীকা ঃ

১. অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষের গুনাহের পরিমাণ যতো বেশী হোক আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দেবেন।

In English :

On the authority of Anas (Allah be pleased with him), who said: I heard the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) say:

Allah the Almighty has said O son of Adam, so long as you call upon Me and ask of Me, I shall forgive you for what you have done, and I shall not mind. O son of Adam, were your

sins to reach the clouds of the sky and were you to come to Me with sins nearly as great as the earth and were you then to face Me, ascribing no partner to Me, I would bring you forgiveness nearly as great as it[1].

It was related by at-Tirmidhi, who said that it was a good and sound Hadith.

Note :

1. i.e. As the earth, meaning that Allah will give forgiveness in like measure to man's sins.

The end